প্রকাশক :
শ্রীকৃষ্ণলাল সচদেব
সচদেব পুস্তকালয় এণ্ড প্রেস
১০৫, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোজকুমার চাকী
লিপি মুদ্রণ
৪।২, এইচ ও হাজি জ্যাকিরিয়া লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

—: পরিচিতি :—

—: পুরুষ :—

চাঁদসদাগর	—	—	চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠ বণিক
লখিন্দর	—	—	ঐ পুত্র
নেড়াই	—	—	ঐ নফর
সায়বেনে	—	—	উজানী (নিছনি) নগরের বণিক
অনিরুদ্ধ	—	—	বিদ্যাধর
পদ্মশঙ্খ	—	—	ঋষি

ইন্দ্র, চাঁদের ছয় পুত্র, সায়বেনের পুত্রগণ, বিশাই গোদার দল, ধনা, মনা, ঝালু, মালু, প্রহরী বিবেক, বালকগণ ও যমরাজ

—: স্ত্রী :—

সনকা	—	—	চাঁদসদাগরের স্ত্রী
অমলা	—	—	সায়বেনের কন্যা
মনসা	—	—	শিব দুহিতা
নেতা	—	—	মনসার সখী (শিব কন্যা)
উষা	—	—	অনিরুদ্ধের স্ত্রী

—কালনাগিনী—

—ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ—

।। প্রথম দৃশ্য ।।

কমল বন

(ধূনুচি, পুষ্পাধার, ব্যাঞ্জনী ও শঙ্খ হস্তে লইয়া নাগবালাগণের প্রবেশ। মনসার প্রতিকৃতি মধ্যে রাখিয়া পুজা স্তব গান ও বন্দনা)

।। পুজান্তে স্তব ।।

ওঁ অযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বর সুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ।
ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা, ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎ কারু মনেঃ পত্নী, মনসাদেবী নমোহস্তুতে ।।

।। বন্দনা গীত ।।

বন্দিলাম গো ওমা জয় বিষহরি।
চরণ কমলে মাগো প্রণাম যে করি ।। ওমা জয় বিষহরি
ওমা—প্রণমামী পদ্মাবতী পতিত পাবনী।
তুমি মাগো নাগেশ্বরী সুরসা সাপিনী ।। ওমা······

জগতের মাতা মাতা তুমি হরের নন্দিনী।
সত্যসনাতনী মাগো, মুক্তি বিধায়িনী॥ ওমা……
ওমা—জরৎ কারু স্বামী তব, আস্তীক জননী।
বরদাত্রী তুমি মাতা কলুষ নাশিনী॥ ওমা……
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না গৌর বরনা।
তুমি মাগো দয়াময়ী হংস বাহনা॥
কনক মুকুট শিরে, ভূষণ ভুজঙ্গিনী।
পাতালেতে থাক মাগো বাসুকি ভগিনী॥ ওমা……
এই রূপে বন্দি মাগো তোমার চরণ
সর্ব্বদেব দেবী গণে বন্দে অনুক্ষণ॥
শুন শুন শুন মাগো "[illegible]"র বাণী
তব পদে দিও স্থান ওগো পদ্মমণি॥ ওমা……

(সকলের প্রণাম ও প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

(গঙ্গার বক্ষে এক [illegible] তীরে পদ্মশঙ্খ মুনির আশ্রম। আশ্রমের অদূরে একটি ঝড়ে ভেঙে পড়া বড় গাছ। সময় সন্ধ্যা। ধীর পায়ে পদ্মশঙ্খের প্রবেশ।

পদ্মশঙ্খ :—উঃ কি ভয়ানক ঝড়ের তাণ্ডব লীলা। সুন্দর সুনির্মল আকাশের বুকে কি জানি কোথা হতে ঘনিয়ে এলো কালো মেঘ ক্ষণিকের মধ্যে ছেয়ে ফেল্লো সমস্ত আকাশটাকে। পরমুহূর্তেই গ্রাসিত হলো অপরাহ্ন দিবাকর। শুরু হলো মহাপ্রলয়। আতঙ্কিত হলো মন। এই বুঝি ধরাশায়ী হয় এ ক্ষুদ্র আশ্রম। কিন্তু না……।

বোধহয় দয়াময়ের সে ইচ্ছা নয়। ক্ষণপরেই শান্ত হলো ঝড়। আশ্রমে ফিরে এলো আবার—শান্তির ছায়া।

হে দয়াময় চরণে তব মিনতি আমার, আমি যেন আমার জীবনের হাসি, কান্না, পাপ, পুন্যের জমাট বাঁধা জট, এক এক করে খুলে ফেলে মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে চলে যেতে পারি পর পারের পথে, আমার এই জীবন সায়াহ্নে।

কর জোড়ে করি মিনতি, হে নাথ, আর যেন ভুলি নাকো পথ কুহকীর মায়া আকর্ষণে।

কিন্তু একি• ?

কেন আজ মনে হয় ক্লান্ত এ জীবন? কেন আজ এতো অবসন্নতা বারবার হৃদয় মাঝারে?

(দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও কি• কি যেন দেখা যায়, দূরে আছে যে পড়িয়া। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তাইতো—রে, এযে দেখি দুটি পক্ষী ডিম হয়তো কোন বৃক্ষ কোটর হতে হয়েছে পতিত ঝড়ের তাণ্ডবে। কিন্তু—কি আশ্চর্য, প্রভুর লীলা। ভূপতিত হয়েও আছে অক্ষত। (সস্নেহে তুলিয়া) তুলে দুটি লয়ে যাব আমি আশ্রমে। হৃদয়ের তাপে ফোটাইব, স্নেহ যত্ন করি বাড়াইব তুলব পক্ষী শাবক দ্বয়ে। (কিঞ্চিৎ চিন্তার পর) না। মায়া বাসনা, আবার তুই গ্রাসিলী আমারে। না—কেন, তবু না ছাড়িব আমি সঙ্কল্প আমার। জানি, পুনঃ আমি মায়াজালে পড়িব জড়ায়ে। তবু হইব না সঙ্কল্প চ্যুত। দেখিব নিয়তি মোরে লয়ে যায় কতদূরে।

[ডিম দুটি লইয়া প্রস্থান]

।। পট পরিবর্তন ।।

(আশ্রম সংলগ্ন একটি বৃক্ষ কোটরে পক্ষী শাবক দ্বয় কলরব করছিল)

।। পদ্মশঙ্খের প্রবেশ ।।

পদ্মশঙ্খ :—বাঃ—বাঃ—কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য। ঐদেখা যায় বৃক্ষ কোটরে পক্ষী শাবকদ্বয় কলকাকলীতে মুখরিত করে রেখেছে সমস্ত বনভূমি। মনের আনন্দে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন। ওরা আমার সন্তানের মত।

সন্তানের স্নেহ দিয়ে প্রতিপালিত করেছি ওদের।

স্নেহের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখবো,

কুশাগ্রের আঘাতও লাগতে দেব না ওদের গায়ে।

এখন যাই, ক্ষণিক বিশ্রাম করি ঐ বৃক্ষ তলে।

(একটি বৃক্ষতলায় বিশ্রাম করিতে করিতে নিদ্রা)

(একটি সর্প আসিয়া পক্ষী শাবকদ্বয়কে খাইয়া ফেলিল এবং পলায়ণ করিল। নিদ্রা ভঙ্গে পক্ষী শাবকদ্বয়কে দেখিতে না পাইয়া)

পদ্মশঙ্খ :—কোথা গেল—কোথা গেল মোর প্রাণাধিক প্রিয় পক্ষী শাবক দুটি—? ক্ষণিক নিদ্রার ঘোরে পড়েছিনু যবে ঢলে কোনো দুষ্ট অরি, করেছে কি হরণ তাদের? যদি তাই হয় দেবেন্দ্র হলেও ক্ষমিব না তারে। এখনই যোগবলে জানিব, কেবা সেই অরি। (যোগাশনে বসিলেন) (ধ্যান ভঙ্গে) ও ··। দয়াময় একি লীলা তোমার। নির্দোষ নিরীহ পক্ষী শাবকদ্বয়ে খল ভুজঙ্গিনী করিল ভক্ষণ। প্রতিশোধ আমি লইব ইহার। কিন্তু এই জন্মে কোন প্রতিকার পারিবো না করিতে।

তাই ত্যাজিব প্রাণ, করি প্রতিজ্ঞা, পরজন্মে যেন নাগ হন্তা হয়ে জন্মগ্রহণ করি এই পৃথিবীতে।

(রোদন করিতে করিতে মৃত্যু)

॥ দৃশ্য পরিবর্তন ॥

(কৈলাসে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে পদ্মার বিবাহ। শিব পার্ব্বতির কন্যা ও জামাতাকে নানা যৌতুক দান। বিবাহ সভায় অনেক মুনি ঋষি সহ চম্পক নগরের রাজা চন্দ্রধর ও উপস্থিত। সহসা পদ্মাবতীর দৃষ্টি চন্দ্রধরের উপর পতিত হইল)

(মনসা) পদ্মাবতী :—পিতা করি কন্যাদান উপযুক্ত পাত্রে, নানা অমূল্য যৌতুক তুমি দিয়াছ মোরে। সামান্য এক উপহার আরো করি প্রার্থনা তব সকাশে পুরাইবে কি মোর তুচ্ছ প্রার্থনা?

শিব :—বলো মা, কি বা প্রার্থনা তব? অনুচিত না হয় যদি, অবশ্যই পুরাইব প্রার্থনা তোমার।

(মনসা) পদ্মা :—ভক্ত আর সেবক রূপে পেতে চাই চন্দ্রধরে।

শিব :—(কন্যার স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হইয়া) মা,—অনুচিত প্রার্থনা তব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারেও পারি না করিতে সেবক তোমার। নিজ ইচ্ছায় চাঁদ যদি পুজে তোমা অবশ্যই সেবক রূপে পাইবে তাহারে। কিন্তু ...?

(মনসা) পদ্মা :—কিন্তু কি পিতা?

শিব :—শোন মা পদ্মা, নিজ মহিমা গুনে পার যদি চাঁদে সেবক করিতে তোমার তবেই সম্ভব তাহা। অন্যথায় নহেকো সম্ভব।

পদ্মা ঃ—(চাঁদের প্রতি) রাজন, ইচ্ছা মম পুরাইবে কি তুমি? ভক্ত আর সেবক রূপে পাইব কি তোমারে?

চাঁদ ঃ—অসম্ভব! চাঁদ কভু পুজিবে না তোমারে। হলেও তুমি শিব দুহিতা, নাগমাতা তুমি। নাগ মোর জন্ম জাত শত্রু। নাগ হন্তা রাজা চন্দ্রধর, নাগমাতা চরণে দেব নাকো ফুল কোন দিন। এই প্রতিজ্ঞা মোর জানিহ নিশ্চয়।

[প্রস্থান]

পদ্মা ঃ—ও—। এত অহঙ্কার? শোন চন্দ্রধর, আমারও প্রতিজ্ঞা ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক আমি তোমার কাছ থেকে আদায় করবো আমার পুজা—।

শিব ঃ—ধৈর্য্য ধর মা। উতলা হ'য়ো না। চন্দ্রধরের পুব জন্মের কথা স্মরণ কর। ঋষি পদ্মশঙ্খ দুটি পক্ষী শাবকের মমতায় জপ তপ, যাগ-যজ্ঞ ভুলে জীবন যাপন করতে লাগলেন সাধারণ মানুষের মত দৈবযোগে একদিন এক বিষধর সাপ ভক্ষণ করলো সেই পক্ষী শাবক-দ্বয়ে ঋষির অবর্ত্তমানে। ঘটনার বিবরণ যোগবলে জেনে ঋষি পদ্মশঙ্খ শোকে বিহ্বল হয়ে দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে পণ করলেন পর জন্মে নাগ হন্তা হয়ে জন্মগ্রহণ করি। সেই ঋষি পদ্মশঙ্খই কোটিশ্বর বণিকের পুত্র রাজা চন্দ্রধর আমার পরম ভক্ত। তাই তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে বলছি। কৌশলে কার্য্য কর সমাধা। কেননা চাঁদের পূজা না পেলে মর্ত্তে তোমার পূজা প্রচার হবে না।

[মনসা সহ সকলের প্রস্থান]

(মনসা ও নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ—(মনসাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া) সখী আজ এত চিন্তা কেন ? কি হয়েছে ?

মনসা ঃ—নেতা চাঁদ আজ আমায় অপমান করেছে। চাঁদের পূজা না পেলে ধরাধামে আমার পূজার প্রচার হবে না। তাই আমি পুজা চেয়েছিলাম তার কাছে। কিন্তু সে আমায় অপমান করেছে—আমায় উপহাস করেছে। এখন কি উপায় করি বলতো ?

নেতা ঃ—সখী তোমার বাসনা নিশ্চয় পুর্ণ হবে। তবে এর জন্য তোমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ছলনার আশ্রয় নিতে হবে।

॥ গীত ॥

শুন শুন শুন সখী করি অবধান গো।
অবিলম্বে যাও তুমি ইন্দ্র বিদ্যমান গো
উষা অনিরুদ্ধ তুমি আনহ হরিয়া।
হইবে বাসনা পুর্ণ ভাব কি লাগিয়া ॥

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস সখী। চল সত্বর ইন্দ্রের কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

॥ ইন্দ্রের রাজসভা ॥

(দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া আছেন।)

॥ মনসার প্রবেশ ॥

ইন্দ্র ঃ—কহ দেবী, কি কারণে হেথা তব আগমন ?

মনসা :—দেবরাজ, অন্য কিছু বাঞ্ছা নাহি মনে, কেবল বাসনা, অপ্সরা অপ্সরীদেব নৃত্য করি দরশন।

ইন্দ্র ঃ—তিষ্ট দেবী এখনই হইবে তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ। এখনই আসিবে হেথায় মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী উষা আদি নর্ত্তকী অবর অনিরুদ্ধ আদি বাদ্যকারগণ।

(অপ্সরা অপ্সরীগণের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ অনিরুদ্ধের মৃদঙ্গ বাদন। একজন বাদ্যকারের গীত)

॥ গীত ॥

ও—যতেক অপ্সরী আসে নৃত্যের কারণ।
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিতা হলো সর্ব্বজন॥
ও—অনিরুদ্ধ আদি করি যত বিদ্যাধর।
মৃদঙ্গ লইয়া আসে নৃত্যের অন্তর॥
চতুর্ভিতে দেব গণ বসে সভা করি।
আরম্ভিলা নৃত্যগীত যতেক অপ্সরী॥
এইরূপে নৃত্য করে নর্ত্তকী সকল।
পদ্মাবতী বসি ভাবে করি কোন ছল॥
ও—বিষ দৃষ্টে চায় দেবী, উষা অনিরুদ্ধ প্রতি।
বিষ—ঝালে ভঙ্গ হলো নৃত্য তালের গতি॥
তাহা দেখি রুষ্ট হন দেব পুরন্দর।
অভিশাপ দিলা তাদের সভার ভিতর॥
তাল ভঙ্গ নৃত্য করি আজ যে পাপ করিলে।

সেই পাপে জন্ম লও পৃথিবী-মণ্ডলে ॥
হেন অভিশাপ যদি দিলা পুরন্দর।
উষা অনিরুদ্ধ কান্দে সভার ভিতর ॥
উভয়ের ক্রন্দন দেখি নাগ-মাতা কন।
ইহার লাগিয়া চিন্তা কর কি কারণ ॥
দোঁহে থাক হেথা আসি, আমা বিদ্যমান।
পৃথিবীতে জন্মাইব দেখি ভাল স্থান ॥
সুখে থাকি নানা কীর্ত্তি করিয়া সেথায়।
ষোড়শ বৎসর পরে, পুনঃ আসিবে হেথায় ॥
এমত বচন দোঁহে যখনি শুনিল।
ভবিতব্য ভাবি তবে কিছু না বলিল ॥
পরস্পর বন্ধু সনে করি আলিঙ্গন।
পদ্মার সহিত দোঁহে করিলা গমন ॥
উষা আসি জন্ম নিল সায়বেনের ঘরে।
অনিরুদ্ধ জন্ম নিল চম্পক নগরে ॥

[নৃত্য গীত শেষে সকলের প্রস্থান]

॥ পট পরিবর্তন ॥

: চাঁদের প্রাসাদ :

(চাঁদ ও মনসার প্রবেশ)

মনসা :—শোন চাঁদ, তোর পূজা না পেলে ধরা মাঝে আমার পূজা প্রচার হবে না। তাই তোরে অনুরোধ করছি, আমার পূজা দে।

চাঁদ :—অসম্ভব। চাঁদ কভু পুজিবে না তোরে। তব পরে বুলাইয়া হেতালের মজা, ঘুচাইব তোর পূজার—সাধ।

[হেতাল লইয়া তাড়া, মনসার পলায়ন]

চাঁদ :—এবার আসিলে পূজার সাধ তোর মিটাইব চিরতরে।

(গীত কণ্ঠে বালকের প্রবেশ)

বিবাদ কর কেন, ওগো মহাজন,
দেবীর সনে।
স্ব-বংশতে ধ্বংশ হবি,
বাঁচবি কেমনে ॥

[প্রস্থান]

চাঁদ :— ও আমি পূজব না পূজবো না,
ঐ চ্যাং মুড়ি কানি।
হরেরও মস্তক পরে, দিব আমি,
বিল্ব পুষ্প আনি ॥

[প্রস্থান]

(তৃতীয় দৃশ্য) হাস্য পরিহাস

:—ধুনুচি হস্তে ধুনা দিতে দিতে দুলালীর প্রবেশ :—

দুলালী :—(এক পাশে ধুনুচি রাখিয়া নৃত্য সহকারে গীত)

মনে ডাকে আমার কোয়েলিয়া,
কোথায় গেল আমার প্রীতম প্রিয়া।

মন গেল তারি পিছে আমি থাকি কি নিয়া।
মিঠা মিঠা নেশা জাগে ফাটে যে হিয়া ॥
মনে ডাকে আমার কোয়েলিয়া…।

(সুরার নেশায় হেলুনাথ ফেলুনাথের প্রবেশ)

হেলুনাথ ঃ—এই বেটা তোর নাম কি রে ?

ফেলুনাথ ঃ—আমার নাম—? আমার নাম—? ভাবলো। আমার আবার নাম আছে নাকি রে ? তা মাইরি বলছি—নাম একটা আছে আমার। কিন্তু—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস। নাম আমার আছে একটা। বেশ মনে পড়েছে নামটা। আমার নাম—ফে—ফে—ফেলুনাথ। তা তোমার নামটি কি ভাই ?

হেলুনাথ ঃ—(বুক ফুলাইয়া) আমার নাম—হে--ও—হেলুনাথ। তা--ভাই তোমাদের এখানে আজ এতো হৈ—চৈয়ের আসর বসেছে কেন ?

ফেলুনাথ ঃ—আসর ? না—না—না ভাই। আমি ওসব কিছু জানিনা।

হেলুনাথ ঃ—ছুর শালা। বলে কি না—জানিনা। তবে কে জানে রে ?

দুলালী ঃ—ওটা আমার এক সই বলতে পারে।

হেলুনাথ ঃ— (চমকাইয়া দুলালীর প্রতি) তুমি আবার কে চাঁদ মাঝখানে নাক গলাচ্ছো ? (ভাল করিয়া দেখিয়া) ওরে শালা। এ যে দেখছি একটা জ্যান্ত ছুঁড়ি। ও—চাঁদবদনী তোমার সেই

সইটিকে একবার ডাকই না তাকে, তার চাঁদমুখখানা একবার দেখে নিই।

তুলালী :—আ—মর মিনসে। ঢং দেখে আর বাঁচিনা। ঐ ঘোড়ার মুতটুকু না গিলে কি থাকতে পার না? সরে দাঁড়া হতভাগা —ডাকছি সইকে। (কিছু অগ্রসর হওয়া)

সই—ও—সই।

(সইয়ের প্রবেশ)

সই :—(তুলালীর প্রতি) আমায় ডাকছিলে সই?

হেলুনাথ :—আ—আ—আমি ডাকছি, তা চাঁদবদনী, তোমার নামটি কি?

সই :—আমার নাম ছবিলী।

হেলুনাথ :—আরে দূর শালী। সব লী আর লী। তা বাবা—। থুড়ি—থুড়ি এযে দেখছি আস্ত ছুড়ি। বলি হ্যাঁ গা বিধুমুখী, বলতে পার আজ এখানে কিসের আসর বসেছে?

সই :—ও—আমি জানি না। আমার এক দিদি জানে। সে নিশ্চয় বলতে পারবে। ডাকবো তাকে?

হেলুনাথ ঃ—নিশ্চয় ডাকবে। একটা কেন এক ডজন দিদিকে ডেকে আনতে পার।

সই ঃ—দিদি···ও ··দিদি। একটু তাড়াতাড়ি—এদিকে এস তো।

(লহনার প্রবেশ)

লহনা ঃ—কি রে ছবিলা ; গলা ফাটিয়ে অত চেঁচাচ্ছিলি কেন রে? কি হয়েছে কি ?

হেলুনাথ ঃ—এই যে গো সুন্দরী, আমি ডাকছিলাম।

লহনা ঃ—আ মর মিন্‌সে। ডাকছিলি তো যা বলবার বলেই ফেল না। অমন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে গিল্‌ছিস কি ?

হেলুনাথ ঃ—(স্বগতঃ) ওরে বাবা, এসে একেবারে কাল কেউটে। ফোঁস করেই আছে। (প্রকাশ্যে) তোমার নামটি কি গো রূপসী ?

লহনা ঃ—আমার নাম লহনা।

হেলুনাথ ঃ—বেশ হয়েছে, আর বলতে হবেনা। আমার আনন্দ আর ধরে না। আমার সংগে একবার চল না। বলি ও লহনা, আজ এখানে কিসের আসর বসেছে বল না ?

লহনা ঃ—আ-মুখপোড়া। রং দেখে আর বাঁচিনা। এর জন্য এত কাণ্ড দেখনা। আসর কেন বসেছে জাননা ? আজ এখানে নাটক হবে গো নাটক। "সতী বিহুলা নাটক"।

হেলুনাথ ঃ—বলি—ও সুন্দরী, তোমার বিয়ে হয়েছে ?

লহনা ঃ—হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ-হয়েছে। ফেলুরামকে দেখাইয়া) এই কর্তাটির সংগে। তা তোমার অত খোঁজ কেন গো মুখপোড়া।

হেলুনাথ ঃ—না···না····। আমার আবার খোঁজ কেন। আশীর্বাদ করি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক,বছর বছর মা ষষ্ঠির কৃপা হোক।

২

সকলে :—হোক···হোক····হোক···।

(পূর্ব গীতাংশ)

মনে ডাকে আমায় কোয়েলিয়া ;

কোথায় গেল, আমার প্রীতমপ্রিয়া ॥ মনে···

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

(বিশ বছর পরে)

"নাগ বালাগণের প্রবেশ ও স্তব গান"

এসো এসো মা, ওগো বিষহরি
নয়ন বারিতে পূজা, করি যে তোমারি ॥ ১ ॥
মনেরই নৈবিদ্য সাজি, করি আবাহণ।
হৃদয়-পুষ্পেতে মাগো, পুজিব চরণ ॥ ২ ॥

(মনসার প্রবেশ)

মনসা :—ওঠ-ওঠরে মোর সন্তান গন। পূজায় আমি সন্তুষ্ট তোদের। বলে, কি বর চাস তোরা ?

নাগ বালাগণ :—মা—মাগো, আজ আমরা বড় বিপন্ন।

মনসা :—কি হয়েছে তোদের ?

নাগবালাগণ :—মা, আমাদের উপর চলছে কঠোর অত্যাচার। রাজা চন্দ্রধর আর শঙ্কর গাকড়ির অত্যাচারে আজ আমাদের জীবন অতিষ্ঠ। বনে জঙ্গলে, লোকালয়ে, পথে ঘাটে, যেখানেই আমাদের ওরা দেখছে—, নির্ম্মম ভাবে মেরে ফেলছে। মা, এভাবে আমরা বাঁচবো কি করে ? এই অত্যাচারের কোন একটা উপায় কর মা।

মনসা :—বৎসগন, কেন কর চিন্তা। এর উপায় আমি স্থির

করে রেখেছি। এই রাজা চন্দ্রধরই ধরা ধামে প্রচার করবে আমার পূজা। এখন সময় হয়েছে তাকে আমার ভয়ঙ্করী রূপ দেখাবার। তাকে আমি আমার ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়ে, আমার পূজা করতে বাধ্য করবো। তখন আর তোদের কোন ভয় থাকবেনা। এখন তোরা যানা। নির্বিঘ্নে গিয়ে বিশ্রাম কর।

নাগবালাগন ঃ—জয় জয় মা মনসার জয়। (প্রস্থান)

(নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ—আচ্ছা সখী,সব সময় তুমি এতো কি চিন্তা কর বলোত ?

মনসা ঃ—নেতা, তুই আমার প্রিয় সখী। তোর কাছে তো আমি আমার কোন কথাই গোপন রাখি না। তুই জানিস, আমি দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা। তবুও দেব সভায় আমার স্থান হয় না। মানব সমাজে আমার পূজার প্রচলন না হলে, দেব সভায় আমার স্থান হবে না। তাই আমার চিন্তা। মানবের পূজা আমার চাই-ই-চাই।

নেতা ঃ—সখী, এর জন্য এতো চিন্তা কেন ? মানব কুলো গিয়ে তুমি পূজা চাও। তোমার মহিমা শুনে তারা তোমার উপাসক হয়ে যাবে। ধরা ধামে প্রচার হবে তোমার পূজা। মনের অভিলাষ তোমার পূর্ণ হবে।

মনসা ঃ—নেতা, মানুষের কাছে আমি আমার পূজা চাইবো কি ভাবে ? তারা যদি আমার পূজা সেচ্ছায় না করতে চায় ?

নেতা ঃ—তা হ'লে ভয় দেখিয়ে জোর করে তুমি তোমার পূজা আদায় করবে।

মনসা ঃ— কিন্তু......।

নেতা ঃ— কিন্তু কি সখী ?

মনসা ঃ—নেতা, এখানেও আছে বাধা। পিতার অভিশাপ আছে, চাঁদ সওদাগরের হাতে পূজা না পেলে, ধরা ধামে আমার পূজা প্রচার হবে না।

নেতা ঃ—বেশ তো, চাঁদের কাছে গিয়েই পূজা চাও।

মনসা ঃ—নেতা, সেটা বড় শক্ত কাজ। চম্পক নগরের রাজা-চাঁদ-সওদাগর-ভীষণ-প্রতাপশালী। তার উপর গোড়া শৈব। শিব ভিন্ন-অন্য-দেবতার পূজা করে না —। শুধূ তাই নয়, পূর্ব্ব জন্ম থেকেই আমার সংগে তার শত্রুতা।

নেতা ঃ—হোক না সে প্রতাপশালী। হোক না সে শৈব। থাকনা পূর্ব্ব জন্মের শত্রুতা। চেষ্টা করতে দোষ কোথায়। চলো আমরা চম্পক নগরে চাঁদের কাছেই যাই।

মনসা ঃ—বেশ, তবে তাই চল। যেমন করেই হোক, ছলে বলে, কৌশলে তার কাছে আমাকে পূজা আদায় করতেই হবে। আমাকে ধরাধামে দেবী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই হবে!

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

(চম্পক নগরের রাজ প্রাসাদ)

(চন্দ্রধর সহ নেড়াই নফরের প্রবেশ। চাঁদের শিব পূজা। পূজারম্ভের পূর্ব্বে নেড়াইয়ের গীত।)

নেড়াই ঃ—(গীত) দেখ পূজা ক'রে রে, ওচাঁদ মহাজ্ঞানী,
ভক্তি ভরে পূজে দেখ, দেব শূলপানী ॥
ভালেতে সাজায়ে দেয়, চন্দনেরই ফোঁটা।
মস্তক পরেতে রাখে, ধুতুরা আধ ফোঁটা ॥
দেখা পূজা.........

(গীতান্তে চাঁদের স্তব পাঠ)

শিব ও পূজন

চাঁদ ঃ—(পূজা) ওঁম নমোঃ শিবায় নমঃ
ওঁম নমোঃ শিবায় নমঃ
ওঁম নমোঃ শিবায় নমঃ
(হাত জোড় করিয়া স্তব)
মহাদেব মহাত্রাণে, মহাযোগী মহেশ্বর।
সর্ব্বপাপ হরং দেব, মকরায় নমো নমহঃ ॥

(প্রনাম)

(মনসার প্রবেশ)

মনসা ঃ—চাঁদ······।

চাঁদ ঃ—ওঁ···নমো শিবায় নমঃ।

মনসা ঃ—চাঁদ, পুত্র আমার—

চাঁদ ঃ—ওঁ···নমো···শিবায় নমঃ।

মনসা ঃ—চাঁদ, পুত্র আমার, চেয়ে দেখ কে আমি তোর সম্মুখে—।

চাঁদ ঃ—(রক্ত চক্ষু মেলিয়া গম্ভীর স্বরে) কে······?

মনসা ঃ—আমি পদ্মা, শঙ্কর দুহিতা। আমি তোর হাতে পূজা নিতে এসেছি চাঁদ।

চাঁদ ঃ—পূজা···? আমার হাতে···? অসম্ভব। আমার আরাধ্য দেবতা একমাত্র মহেশ্বর। তার পূজা ছাড়া অন্য পূজা আমি করি না।

মনসা ঃ—কিন্তু চাঁদ, পিতার অভিশাপ আছে তোর হাতে পূজা না পেলে আমার পূজা কেউ করবে না। হবে না প্রচার ধরামাঝে আমার পূজার।

চাঁদ ঃ—না···না···না···। যা অসম্ভব, তা অসম্ভব হবে না আমার এই হাত শিব পূজা ছাড়া আর কোন পূজা করবে না।

মনসা ঃ—চাঁদ, আমি তোর কাছে অনুরোধ করছি, আমার পূজার জন্য তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি—।

(গীত মনসার)

শুন ওহে চম্পক পতি, তব কাছে মোর মিনতী
হইও না অবোধ গো।
পূজ ভিক্ষা দেহ মোরে, রোষ না রাখহ অন্তরে
এই আমি করি অনুরোধ গো ॥

চাঁদ ঃ— না···না···। ভিক্ষা চাইলেও ভিক্ষা পাবি না।

মনসা ঃ—কি···, দিবিনা পূজা ?

চাঁদ ঃ—না···।

যে হাতে পুজি আমি দেব শূলপানি।
সে হাতে না পূজিব কভু চ্যাংমুড়ি কানি ॥

মনসা ঃ— (রোষ ভরে) কি এত স্পর্দ্ধা তোর ? আমাকে কানি বলে সম্বোধন করলি। তবে দেখ আমার তেজ।

চাঁদ ঃ—হাঁঃ···হাঁঃ···হাঁঃ···তেজ ? কই দেখি তোর তেজ এবার আমার তেজ দেখ তুই —।

(আবার পূজায় বসিল)

ওঁম নমোঃ শিবায় নমঃ
ওঁম নমোঃ হরায় নমঃ
ওঁম নমোঃ শিবায় নমঃ

(চাঁদ পূজা দে—পূজা দে বলিতে বলিতে মনসার প্রস্থান)

পশ্চাতে চাঁদের প্রস্থান

(করুন স্বরে পূজা—দে—পূজা—দে বলিতে বলিতে মনসা'র পুনঃ প্রবেশ—। পশ্চাতে নেতা)

নেতা ঃ—সখী, মুছে ফেল চোখের জল—। এত অধৈর্য্য কেন। আমি তোমাকে মন্ত্রনা দেব। আমি তোমাকে মন্ত্রনা দেব। আমার মন্ত্রনা মত কাজ করলেই ধরামাঝে তোমার পূজার প্রচার হবে। চাঁদ ও পূজা করতে বাধ্য হবে।

মনসা ঃ—(করুন স্বরে গীত)

নেতা বল গো বল, করি কি উপায়।
চাঁদের অপমান আর, সহা যে না যায় ।।

নেতা ঃ—সখী বলি গো তোমারে,
অধৈর্য্য কেন হও।
চাঁদ রাজার ছয় পুত্রে,
দাংশিয়া পালাও ।।

সখী, চাঁদ, পরম শিব ভক্ত। চলো আমরা তাঁর কাছেই যাই। তিনিই আমাদের কোন না কোন উপায় বলে দেবেন।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস সখী, চল আমরা তাঁর কাছেই যাই। তাঁর কাছেই জানাব মনের ব্যথা। তিনিই বলেদেবেন কোন উপায়। তা না হলে মনে আমি শান্তি পাচ্ছিনা। [উভয়ের প্রস্থান]

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—(বিদ্রূপ করিতে করিতে) পূজা দে···পূজা দে···, অসম্ভব। চাঁদ কভু করিবে না কানির পূজা। মর্তধামে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না তার দেবীর আসন।—এই কে আছিস ?

(নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই ঃ—আদেশ করুণ মহারাজ।

চাঁদ ঃ—যাও নেড়াই, নগরের ঘরে ঘরে গিয়ে জানিয়ে দাও

আমার আদেশ। কেউ যেন নগরে মনসা পূজা না করে। যে আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে পেতে হবে কঠোর শাস্তি।

নেড়াই :—যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

চাঁদ :—পূজা…! মনসা নিতে চায় পূজা—এই ধরাধামে হতে চায় নরের ঈশ্বরী। হা · হা…হা ·· (অট্টহাস)

(দ্রুত সনকার প্রবেশ)

সনকা :—ওগো স্বামী, ধরি দুটি পায় তব। করোনা বিপদ মনসার সনে। হবে যে অমঙ্গল ঘোর এ সংসারে।

চাঁদ :—ওগো সনকা, কেন কর এতো ভয়। কি শক্তি আছে ঐ কানির? কি ক্ষতি সাধিবে সে এই চাঁদ বেণের?

সনকা :—কিন্তু স্বামী, কিবা প্রয়োজন বিবাদে। তুমি তো পরম শৈব। মনসা শিবেরই দুহিতা। তবে কেন তারে তুমি চাহ না পূজিতে?

চাদ :—হলেও জনক তার দেব শূলপাণি।
মোর হাতে পূজা কভু পাইবে না কানি॥ [প্রস্থান]

সনকা :—মা = মাগো, হরেরও নন্দিনী। ক্ষম মাগো স্বামীরে আমার। কোন দোষ নিও না ুকা তার। [প্রস্থান]

(ঢোল পিটাইতে পিটাইতে নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই :—(ঢোল পিটাইয়া গীত)

শোন শোন চম্বক বাসী কান পাতিয়া।
মনস পূজা ক'বো নাকো কেউ ভুলিয়া॥
শোন সবে বলি আমি তাঁদের আদেশ।
মনসা পূজা করিবে যে, হবে ছাডা দেশ॥

চম্পক বাসী প্রজাগণ। শোন সবে চাঁদ রাজার আদেশ।

নগরের মধ্যে তোমরা কেউ মনসা পূজা করতে পারবে না। যে রাজার আদেশ অমান্য করবে, তাকে পেতে হবে কঠোর শাস্তি, হতে হবে দেশ ছাড়া।

[ঢোল বাজাইয়া পূর্ব গীতাংশ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কৈলাশে—ধ্যান মগ্ন ভোলানাথ)

(মনসা ও নেতার প্রবেশ)

মনসা ঃ—নেতা, পিতা এমন ধ্যানে মগ্ন। অসময়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গের পরিনাম বড়ই ভয়ঙ্কর। হয়তো আবার অভিশাপ দিয়ে বসবেন। এখন কি করি বলতো?

নেতা ঃ—সখী, তিনি অন্তর্যামী। ভক্তি ভরে তাঁকে আহ্বাহন করলে, তাঁর পূজা করলে, অবশ্যই তিনি দর্শন দেবেন। পুরণ করবেন মনের অভিলাষ।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস নেতা। তোর উপস্থিত বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

(হাঁটু পাতিয়া যুক্ত করে মনসা ও নেতার স্তবপাঠ)

মহাদেব মহাত্রাণ, মহাযোগী মহেশ্বর।
সর্ব্বপাপ হরং দেব, মকরায় নমো-নমঃ।

শিব ঃ—(ধ্যান ভঙ্গে) মা পদ্মা, তোমার পূজায় আমিসন্তুষ্ট। বর চাও মা।

মনসা ঃ—পিতা, পূজায় আমার যদি তুষ্ট তুমি, বর দাও মোরে, মর্ত্তধামে পূজা যেন হয় প্রচার মোর।

শিব ঃ—অবশ্যই পূর্ণ হবে মনস্কামনা তব।

মনসা ঃ—কিন্তু পিতা, আছে তব অভিশাপ মর্ত্তধামে না পুজিলে চাঁদ বেনে মোরে, হবে না মোর পূজার প্রচার।

শিব ঃ—সত্য ইহা। চাঁদ যদি না পূজা তোমারে, মর্ত্তধামে পূজার প্রচার হবে না তোমার। কিন্তু ইহাও জানিহ, হলেও প্রতাপশালী আর মহাজ্ঞান মন্ত্রের অধিকারী সেই চাঁদ বেনে, অবশ্যই করিতে হইবে পূজা তাহাকে তোমার। মিথ্যা কভু হবে না কো আমার রচনা। কিন্তু···।

মনসা ঃ—কিন্তু কি পিতা··· ?

শিব ঃ—ধৈর্য্য ধরিতে হবে তোমারে। উভয়কেই সহিতে হবে অশেষ যাতনা। লঙ্ঘিতে হবে অনেক বাধা আর বিপত্তি। ছলনার আশ্রয় লইবে তুমি তোমার কার্য্য সাধনে।

কিন্তু মনে রাখিও, যতক্ষণ মহাজ্ঞান মন্ত্র থাকিবে চাঁদের সিদ্ধির ঝুলিতে; সক্ষম হবে না তুমি নিজ কার্য্য উদ্ধারে। সবই বলিনু তোমায়। এই বার নিজ বুদ্ধি বলে সাধিও নিজের কাজ।

[প্রস্থান]

মনসা ঃ—(চিন্তিত হইয়া) নেতা, শুনিলি তুই পিতার কথা ? এখন করি কি বল ? চাঁদ যদি আমার পূজা না করে, তবে কারো সাধ্য নাই মর্ত্তধামে আমার পূজার প্রচার করে। পিতা মহেশ্বরের দেওয়া মহাজ্ঞান মন্ত্রের শক্তিতে চাঁদ বলশালী, বৈভবশালী ঐ মহাজ্ঞান মন্ত্রের কাছে আমার সব শক্তি তুচ্ছ।

(গীত মনসার)

শোন ওগো সখী, শোন বিধুমুখী,
বলি যে তোমারি কাছে।

মন্ত্রমহাজ্ঞান জানে চাঁদ ও সুজান ;
পিতা তারে ইহা দিয়াছে ॥ শোন…
ঐ মহামন্ত্র বলে চাঁদ কটু কথা বলে :
রাখে না যে কোন মান— ।
বল বল সখী, এখন কি করি উপায়,
ধরা মাঝে কেমন করিব স্থান ॥ শোন…

নেতা :—ধৈর্য্য ধর সখী কহি গো তোমারে,
(আমি) কহিগো তোমারে,—ধৈর্য্য ধর সখী ।
করগো ছলনা, ওগো শিব ললনা । কর…
মহাজ্ঞান মন্ত্র হর,
চাঁদে শক্তি হীন কর,
তবে তো পুরিবে, তোমার কামনা ॥ ধৈর্য্য…

সখী, ধৈর্য্য ধর তুমি। মোহিনী রূপ নিয়ে যাও চাঁদের কাছে। তোমার রূপ দেখে সে তোমাকে পেতে চাইবে। সেই সুযোগ তুমি তার মহাজ্ঞান মন্ত্র হরণ করবে। তার পর তার ছয় পুত্রকে এক এক করে বিষ দিয়ে হত্যা করবে। তাহ'লেই চাঁদ তোমার পূজা করবে।

মনসাঃ—ঠিক বলেছিস নেতা। আর কোন অনুরোধ উপরোধ করবো না! আমি শিব দুহিতা মনসা। আমার অপমানের, এবার আমি নেব চরম প্রতিশোধ।

(গীত)

এবার প্রতি শোধ নেব রে,
চাঁদ বেনের ঘরে—।
বিষ ঢেলে জ্বালবো আগুন

(আমার). পূজা প্রচার তরে। এবার···

নেতা ঃ—প্রতি শোধ নিতে হবে,

বলেছ ভাল কথা ॥ প্রতিশোধ নিতে···

অনুনয় বিনয়তে, কাজতো হ'লো—না

চাঁদ—বুঝলো না মন ব্যথা। প্রতিশোধ [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে চাঁদ ও নেড়াই)

চাঁদ ঃ—(বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) নেড়াই, চেয়ে দেখ ঐ দূরে। আহা—কি অপরূপ রূপ ঐ রমণীর। তার রূপের ছটায় চারিদিক যেন আলো হয়ে আছে। (কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখিযা—স্বগতঃ) মনে হ'চ্ছে—ঐ সুন্দরী যেন হাতের ইশারায় আমায় ডাকছে।—হ্যাঁ—, ঠিক তাই! ঐ তো সে আমায় ডাকছে। দাঁড়াও রূপসী দাঁড়াও, আমি আসছি—আমি আসছি—। [দ্রুত প্রস্থান]

নেড়াই ঃ—যা—চ্চলে. কর্ত্তার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ব্যপারটা তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না। আমিও যাই। ঐ গাছের আড়ালে থেকে দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। [প্রস্থান]

(মোহিনী বেশে মনসার প্রবেশ পশ্চাতে চাঁদ বেনে)

চাঁদ ঃ—কে তুমি সুন্দরী, একাকিনী এই নির্জ্জন কাননে?

মননা ঃ—(ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) যেই হই আমি। কি হেতু উৎসুকতা তব বলিতে কি পার? কি বা তব পরিচয়?

চাঁদ ঃ—সুন্দরী, রূপে তব মুগ্ধ আমি। সম্মুখে তোমার প্রেম ভিক্ষা লাগি রয়েছে দাঁড়ায়ে, চম্পক নগর পতিমহাধনশালী, মহা-

বলশালী চাঁদ সদাগর। ইচ্ছা—মম, পাই যেন তোমারে—হৃদয় মাঝারে। বল-বল সুন্দরী—, হবে না-কি মোর ইচ্ছা পুরণ?

মনসা ঃ—(কটাক্ষ হানিয়া) ও—, তুমিই চাঁদ-বেনে? আমার নাম—মোহিনী। আমি—পিনাকী নন্দিনী।

(গীত)

আমি যে মোহিনী, পিনাকী নন্দিনী—। আমি
রূপে যে ধরা, আলো করি গো....
সোহাগ আদরে, ডাকে যে আমারে
তারই কাছেতে—আমি যে যাইগো ..

চাঁদ ঃ— (গীত)

ওগো—ও সুন্দরী, তোমার ও রূপ নেহারী
ব্যাকুল যে হ'য়েছে—মম এই প্রাণ-গো....
কাছে এসো প্রিয়া,—অধর সুধা-নিয়া,
নিজেরে কর,—এ দীনে-দান গো....

প্রিয়ে, আমি তোমার রূপে মুগ্ধ। কাছে এসো প্রিয়ে, আমার হৃদয়ের জ্বালা শীতল কর।

মনসা ঃ— (গীত)

আমি তো পারিনা, তোমার কাছে'তে যেতে
আমি তো পারিনা।
মহাজ্ঞান মন্ত্রে জানি—ঐ অঙ্গ ছুঁতে
আমি তো পারি না—.
মনে যে ছিল, তোমারি সাথেতে
যতনে রচিব, প্রণয় নীড় এক
নিশি কাটাব—আঁখির পাতে॥ মনে—

হে সুন্দর, আমিও তোমাকে কাছে পেতে চাই। কিন্তু তোমার

ঐ মাহাজ্ঞান মন্ত্র, আম্যদের প্রণয়ে অন্তরায় হ'য়ে আছে। দূরে ফেল-দাও তোমার মহাজ্ঞান মন্ত্র,—কাছে এসো পিয়। এসো কাছে, উপভোগ কর আমায়, আমার এই যৌবন সুধা।

চাঁদ :—ঠিক—ঠিক বলেছ সুন্দরী। আমাদের মিলনের বাধক এই মহাজ্ঞান মন্ত্র, এই আমি দূরে ফেলে দিলাম। (মহাজ্ঞান দূরে নিক্ষেপ)

এবার কাছে এসো প্রিয়ে, আমার হৃদয়ের জ্বালা শান্ত কর। (বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর)

মনসা :—(স্বমুর্ত্তি ধরিয়া) হাঃ···হাঃ···হাঃ···, চাঁদ আজ তুই শক্তিহীন। কৌশলে, তোর মহাজ্ঞান মন্ত্র আমি করেছি হরণ। এখন তুই শক্তিহীণ। ধরা তোকে দেব—আমি,—কিন্তু সেই দিন, যে দিন মা বলে ডাকবি, আমায়—পূজা দিবি।

(গীত)

আমায় চিনলি না রাজন,
ওরে পাগল মন॥
আমি যে মনসা দেবী—,
কাছে, থাকি অনুক্ষণ॥ [প্রস্থান]

চাঁদ :—(চিৎকার করিয়া) কে···কে···ও? চ্যাং মুড়ি কানি? তুই···, তুই ছলনা করে আমার মহাজ্ঞান হরণ করিল। তবুও তুই পাবি না—, কোন দিন পূজা আমার। চাঁদ বেনের কাছে তোর সে আশা বৃথা। মা বলো কোন দিন ডাকিবে না সে তোরে। [প্রস্থান]

(নেড়ার প্রবেশ)

নেড়াই :—ব্যাপারটা তো মোটেই সুবিধা বলে মনে হ'চ্ছে না। সুন্দরীও মহারাজকে কলা দেখিয়ে চলে গেল, আর মহারাজও কি

একটা যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে হণ হণ করে চলে গেলেন। তবে আমি আর এখানে থাকি কেন ; আমিও যাই। [প্রস্থান]

অন্তঃপুর

(কর যোড়ে সনকার মনসা পূজা)

সনকা ঃ—ওঁ আস্তীকস্য মুণের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা,
জরৎ কারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোহস্তুতে ॥

(গীত)

দেখা দাও দেখা দাও
ও-মা বিষহরি।
হৃদয় কমল দিয়া
তোমা পূজা করি॥ দেখা....

(সহসা চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—সনকা—, কার পূজা করিতেছে তুমি, এই নির্জ্জন অন্তঃপুরে ? মহা শক্তি মহামায়ার— ?

সনকা ঃ—না স্বামী।

চাঁদ ঃ—তবে কার ?

মনসা ঃ—শিব দুহিতা পদ্মার।

চাঁদ ঃ—(রোষ ভরে) কি···, মনসার ? যার পূজা করে নাকো কেউ চম্পক নগরে, যারে আমি পারি নাকো সহ্য করিতে, সেই মোর চির শত্রু কানির পূজা কর তুমি রাজ অন্তঃপুরে ? তুমি-না-আমার জায়া ?

সনকা ঃ—(মিনতি স্বরে) স্বামী···। অপরাধ নিওনা আমার।

চাঁদ :—না ··না ··, কোন কথা চাহিনা শুনিতে।

চাঁদের প্রাসাদে কভূ হবে নাকো কানির পূজা। পদাঘাতে চূর্ণ করি, এখনি ভাঙ্গির ঐ ঘট। দেখি কত শক্তি ধরে ঐ চ্যাং মুড়ি কানি :

(মনসার ঘটে লাথি মারিতে উদ্যত)

(গীত কণ্ঠে মনসার প্রবেশ)

রাজা ভাঙ্গিস না রে মনসার বারি।

ভাঙ্গিলে ও বারি রাজা, যাবি যমের—বাড়ি॥ রাজা··· [প্র' া ˉ

(গীত শেষে চাঁদ লাথি মারিয়া ঘট ভাঙ্গিয়া দিল)

(অলক্ষ্যে মনসার অট্টহাস) হাঃ ·· হাঃ ··হাঃ····।

সনকা :—একি করলে স্বামী, মনসার ঘট লাথি মেরে ভেংগে দিলে। তোমার পায়ে পড়ি নাথ, মনসার সাথে বিবাদ করোনা।

চাঁদ :—না—সনকা—না। আমি সব হারাব তবু ঐ কানির পূজা করবো না। [প্রস্থান]

সনকা :—মা মনসা, ক্ষম মাগো স্বামীর অপরাধ যত। সুমতি দাও মা তারে।

(ছয় পুত্রের প্রবেশ)

প্রথম পুত্র :— (গীত)

ও মা-গো মা, কহিগো তোমারে।

ক্ষুধাতে জ্বলে যেতনু, অন্ন দাও করে॥ ওমা...

(সকলে) মা-মা-আমাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে। কিছু খেতে দাও মা-আমাদের।

সনকা :—এই যে বাবা, এখনি খাবার আনছি। তোরা একটু অপেক্ষা কর। [প্রস্থান]

(খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সনকা :—এই নে বাবা, খেয়ে নিয়ে তোরা বিশ্রাম কর গিয়ে। (খাদ্য পাত্র দান)

পুত্রগণ ঃ—(খাবার খাইতে খাইতে) এ কি খাবার আমাদের দিলে মা ? দেহ যে অবসন্ন হয়ে আসছে।

(গীত)

একি খাবার দিলে গো মা,
উদর জ্বলি যায়।
অঙ্গ কাঁপে থর থর
চরণ টালি যায়—॥ একি ...
বিষের কঠিন জ্বালায়—,
জ্বলে—সারা—অঙ্গ।
তোমার সঙ্গেতে মাগো,
কে করিল—রঙ্গ ॥ একি···
(সকলের পতন ও মৃত্যু)

সনকা ঃ—(আশ্চর্য্য চকিত হইয়া) একি···একি হ'লো বাছাদের আমার। ও···দেবাদিদেব, এ তুমি কি করলে প্রভু ? মা—বিষহরি, তোর মনেও কি এই বাসনা ছিল ?

(গীত) (কাঁদিতে কাঁদিতে)

ও মা বিষহরি গো ,
মনেতে কি এই ছিল তোর।
কি দোষে হারালাম আমি,
ছয় পু'ত্র মোর ॥ ও মা ....

ওরে ও নেড়াই, দেখে যা বাবা, আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। (বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন)

(নেড়াইয়ে প্রবেশ)

নেড়াই ঃ—কি হয়েছে রাণী মা, তুমি এতো কাঁদছ কেন ?

সনকা ঃ—কি আর হবে রে নেড়াই, আমার কপাল ভেঁগেছে।

(গীত)

ও চেয়ে দেখ, ওরে নেড়াই, বিধির লীলা খেলা।
ছয় পুত্রে কালে খেলো, হৃদে বড় জ্বালা॥ ও ...

চেয়ে দেখ নেড়াই, আমার ছয় পুত্র বিষের জ্বালায় ঢলে পড়েছে। ওদের সোনার অঙ্গ কালো হয়ে গেছে। যা-শিগগির-মহারাজকে খোবর দে।

নেড়াই :—(রাজপুত্রদের দেখিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে রাণীমা। এ যে কালকূট বিষের জ্বালা। ও···। ভগবান। (কিঞ্চিৎ আগ্রসর হইয়া) মহারাজ—মহারাজ···।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ :—কি হয়েছে সনকা ?

সনকা :—কি আর হবে মহারাজ, যা হবার তাই হয়েছে। মনসার সাথে বিবাদ করেছ, দেখ তার ফল। আমার ছয় পুত্র আজ কালের কবলে। দেখ স্বামী, বিষ খেয়ে এদের কি অবস্থা।

চাঁদ :— বিষ··· ? কোথা থেকে এলো এই বিষ ?

(নেপথ্যে মনসা)

আমি···আমি বিষ দিয়েছি ওদের খাবারে।

চাঁদ :—(ক্রোধে) কে···কে তুই পিশাচিনি, এমন নিষ্ঠুর কাজ করেছিস— ?

(নেপথ্যে মনসা)

আমি শিব দুহিতা মনসা। আমি তোর নিয়তি। হাঃ···হাঃ··· হাঃ= ।

চাঁদ :—স্তব্ধ-হ-চ্যাং মুড়ি কানি। ছলনার আশ্রয় করে তুই আমার মহাজ্ঞান মন্ত্র হরণ করেছিস। আমার ছয় পুত্রের প্রাণ

হার করেছিস। তবুও কি তোর সাধ মিটে নাই— ?

মনসা :—(অলক্ষ্যে) চাঁদ—পুত্র আমার, পূজা দে—। তোর পূজা না পেলে ধরাধামে প্রচার হবে না আমার পূজা। পূজা দে চাঁদ, পূজা দে। আমি তোর ছয় পুত্রকে আবার বাঁচিয়ে দেব।

চাঁদ :—না…না…না…। তোর পূজা আমি করিব না কভু। ফিরায়ে চাহিনা আমি ছয় পুত্র মোর। আমার সংসার সুখ, ধন দৌলত, সবই যদি লও ছিনাইয়া, চাঁদ কভু পূজিবে তোরে। এই আমার শেষ কথা।

মনসা :—(অলক্ষ্যে) ঠিক আছে চাঁদ। আমিও মনসা। কত সাহস্য করিস তুই, আমিও দেখিব। দেখিব কত দিন চলে এই দেবী আর মানবের প্রতি হিংসার লড়াই। এবে চলিলাম আমি। হা… হা…হা…।

সনকা :—স্বামী, এ কি করিলে তুমি, মানব হয়ে দেবতার সাথে বাদ ? কোন শক্তিতে তুমি দেব শক্তির প্রতি রোধ করবে ? কোথায় তোমার মহাজ্ঞান-মন্ত্র। বাঁচাও তোমার ছেলেদের।

(নেপথ্যে মনসার কণ্ঠস্বর)

পূজা…দে, পূজা…দে, পূজা…দে চাঁদ। পুত্রআমার—পূজা—দে।

চাঁদ :—(কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজ্ঞান—মহাজ্ঞান—মহাজ্ঞান। পূজা—পূজা—পূজা—। না…না সনকা, কোনটার আমার দরকার নাই। ঐ চ্যাং মুড়ি কানি—ছলনার আশ্রয় নিয়ে হরণ করেছে আমার মহাজ্ঞান মন্ত্র। ওর পূজা করবো আমি ?

সনকা :—মা…মা গো, স্বামীর আমার সুমতি দাও মা। [প্রস্থান]

নেড়াই :—মহারাজ ! রাজকুমারদের বাঁচাবার আর কি কোন উপায় নাই ?

চাঁদ ঃ—না নেড়াই না। মহাজ্ঞান মন্ত্র হারিয়ে আজ আমি শক্তিহীণ। তা না হ'লে ঐ ছলনা ময়ীর সব ছলনা বিচুর্নীত করে দিতাম। (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) নেড়াই চিন্তা করে আর কোন লাভ নাই। তুই সত্বর ছয় পুত্রের আমার সংকারের ব্যবস্থা কর পুত্রদের সংকার কাজ শেষ করে আমি আবার বাণিজ্য যাত্রায় যাব কিছুদিনের জন্য। তুই আমার সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরী সাজিয়ে তৈরী রাখবি। [প্রস্থান

নেড়াই ঃ—যথা আদেশ মহারাজ—। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পনের দিন পর (চাঁদের বাণিজ্য যাত্র)

(চাঁদ ও নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই ঃ—মহারাজ, বাণিজ্য যাত্রার সব আয়োজন হয়েছে।

চাঁদ ঃ—ঠিক আছে নেড়াই। আমি বাণিজ্যে চল্লায় ছয় পুত্রের মৃত্যু শোক বুকে নিয়ে। সাবধানে থাকবি তোরা। আমার অবর্ত্তমানে তোর রাণীমা আর এই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থাকলো তোর উপর। আমি তবে চললাম। জয় শিব শম্ভু···জয় শিব শম্ভু ••••জয় শিব শম্ভু ·। প্রভু তোমা বিনা আর কে আছে আমার—

[প্রস্থান]

নেড়াই ঃ— (গীত)

ও যায় রে, ও যায় রে,
বাণিজ্য করিতে যায় চাঁদ সদাগর।
নানা দ্রব্যে পূর্ণ করি
ডিঙ্গা মধু কর ॥ ও যায়···।

এবার আমিও যাই আমার কর্ত্তব্য কাজে—, রাণীমার সেবায়।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ছয় বৎসর পরে)

সনকা :—স্বামী আজ কত দিন গিয়েছে বাণিজ্যে। কোথায় গেছে, কি করছে কিছুই জানিনা। মা-গো,—মা মনসা, আমার স্বামীর সপ্তডিঙ্গা মধুকরী আর স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আন মা—। মনসার উদ্দেশ্যে প্রনামা ও গীত)

(গীত)

জয় জয় মা মনসা,
নমি তব চরণে।
তোমার আশীষ মাগি,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥ জয়…
ও মা তুমি যারে কর দয়া,
ধন্য ধাম মাঝে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার,
সকালে আর সাঝে ॥ জয়…
আমি মাগো ডাকি তোমা,
অবলা-এক নারী।
দয়া ময়ী দয়া কর,
তুমি মা কাণ্ডারী। জয়…

[প্রনাম করতঃ প্রস্থান]

(চাঁদের বালকপুত্র লখিন্দরকে সংগে লইয়া নেড়াইয়ের প্রবেশ)

(লখিন্দর খেলায় মগ্ন)

নেড়াই :— (গীত)

লখাই খেলা করে রে,
মনেরই আনন্দে।

হেলিয়া দুলিয়া খেলে,

শিশুদেরই সংগে ॥ লখাই....

আহা, কি সুন্দর ঐ অবোধ শিশুর খেলা। দেখে চোখ জুড়ি যায়। মনে হয় সারা ক্ষণ বুকে নিয়ে রাখি।

(সনকার প্রবেশ)

সনকা ঃ—নেড়াই, এক এক ক'রে ছ'টা বছর কেটে গে মহারাজ তো আজও ফিরলো না। জানিনা কোথায় আছেন, কে আছেন। এমন তো কখনো হয় না।

নেড়াই ঃ—রাণীমা, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আম মন বলছে, মহারাজ খুব শিগ্‌গির ফিরে আসবেন।

সনকা ঃ—নেড়াই, তোর কথাই যেন ঠিক হয় বাবা। আ আমার মন বড় চঞ্চল। কি যেন কি অমঙ্গলের—আশঙ্কায় আমা বুকটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাবা, তুই কাছে আছি তাই মনে যা একটু শান্তনা। জানিনা কত দিন পরে আবা আমার জীবনে আনন্দ ফিরে আসবে। আমার আঁধার জীবনে ফু উঠবে আলোর জ্যোতি।—এখন যা বাবা, তুই একটু বিশ্রাম ক গিয়ে। [লখাইকে লইয়া নেড়াইয়ের প্রস্থান

(মনসার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া কর যোড়ে)—মা—পদ্ম আমার অপরাধী স্বামীকে তুমি ক্ষমা ক'রো মা—। সকল আপদ-বিপদ—থেকে রক্ষা করো-মা। মাগো, অভাগিনীর এই প্রার্থন ভুলিস না। [প্রনাম ও প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আরো ১০ বছর পরে)

চাঁদ ঃ—দীর্ঘ যোলটা বছর কেটে গেল বানিজ্যে। এবা

ফেরার পালা। ঐ তো আমার সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরী কালি দহে প্রবেশ করছে।

(নেপথ্যে মনসা)

চাঁদ পুত্র—আমার পূজা দে, পূজা দে।

চাঁদ :—(সচকিত হইয়া) কে ? চ্যাং মুড়ি কানি ? এখানেও তুই ? কি চাস তুই,—পূজা ? হাঃ হাঃ হাঃ। তোর পূজা করবে চাঁদ বেনে ? কিছুতেই না। আমি দেখবো, তুই আমার কি ক্ষতি করতে পারিস।

(নেপথ্যে মনসা)

তা হ'লে তোর সপ্তডিঙ্গা মধুকরীকে আমি কালিদহে ডুবিয়ে দিলাম।

চাঁদ :—(বিস্ফারিত নেত্রে) ও…কি ? ও…কি ? ডুবে গেল আমার সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরী কালিদহের জলে…। কে….কে করলে এমন কাজ ? হে বিশ্বনাথ—, দয়াময়, একি তুমি কি কি করলে প্রভু। মা—চণ্ডীর দেওয়া—আমার—সাধের মধুকরী—, সেও তলিয়ে—গেল—কালিদহের জলে। ও…শঙ্কর, একি তোমার লীলা। কিন্তু তবও…তবুও আমি আমার সঙ্কল্পচ্যুত হব না। যে হাতে আমি পুজেছি শংকরে, সে হাতে পূজবো না ঐ কানিরে।

(বিবেকের প্রবেশ)

গীত

ওরে—ও রাজন,

মান ক'রে আর রইবি কত, এই ভবেরই দ্বারে।
মাঝ দরিয়ায় উঠলো তুফান, সংগে নিবি কারে॥
যারে তুই আপন ভাবিস, কেউ দেবে না সাথ।

দু-দিনের এই ভবের হাটে, কাঁদবি দিবা রাত ॥
ও....তোর চোখের জলে ভাসবে ধরা,
খুঁরিস কেন আঁধারে।
অকালে কি ডুববিরে "চাঁদ"।
(এই) অমানিশার পারা বারে।
মায়ের সাথে বিবাদ করে, দুঃখ কেন পাও;
ও—রাজন দুঃখ কেন পাও।
আদর করে ডাকছে তোরে,
কেন, মুখ ফিরিয়ে—রও ॥ ও-রাজন....

[প্রস্থান]

[পশ্চাতে চাঁদের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পক নগরে চাঁদের প্রাসাদ

(দীন হীন বেশে সন্ধ্যার সময় চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—জয় শিব শম্ভু...। জয় শিব শম্ভু...। হ্যাঁ....হ্যাঁ....। বাড়িটা ঠিকই চিনেছি। দীর্ঘ যোল বছর পরে এলেও বাড়ীটা চিনতে কোন ভুল হয় নি আমার। ঐ—ঐ—দেখা যায় প্রাসাদের তোরণ দ্বার। ঐ যে নহবত খামার মণ্ডপ থেকে শোনা যাচ্ছে বাদ্য যন্ত্রের সু-মধুর তান। বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে শোনা যাচ্ছে সন্ধা-আরতির ঘণ্টা ধ্বনি। কিন্তু,...কিন্তু...বাইরে তো কাউকে দেখছি না।।

আমার এই ছিন্ন ভিন্ন বেশে, এই অবস্থায় প্রাসাদে যাই কেমন করে। না-জানি এই দীর্ঘ যোল বৎসর সময়ে কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে প্রাসাদের। না...না....এই দীন বেশে তোরণ দ্বারের পথে যাওয়া ঠিক হবে না। গুপ্ত পথ দিয়েই যাই। (খুব সাবধানে অগ্রসর

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী :—(পশ্চাৎ হইতে চাঁদের ঘাড় ধড়িয়া) হুঁ... হুঁ... বাবা, .ভবেছিলে চোখে ধূলো দিয়ে একেবারে রাজবাড়ির ভিতরে হাজির হবে। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছ এই শর্ম্মার কাছে। বেটার সাহস তো কম নয়। এই ভর সন্ধ্যা বেলায় গুপ্ত পথে রাজ বাড়িতে ঢোকা—। দেখাচ্ছি মজাটা এবার। এই কে আছিস—চোর ..চোর, চোরঢুকেছেমহলেরভিতরে।

(নেড়াই ও তৎপশ্চাৎ লখিন্দরের প্রবেশ)

নেড়াই ও লখিন্দর :—কই—কোথায় চোর ?

প্রহরী :—এই যে কুমার এখানে। বেটা চুপচাপ গোপন পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে এগুতে পারে নি। সংগে সংগে ধরা পড়েছে। বেটা আর ঢুকবি চুরি করতে—? (প্রহার)

লখিন্দর :—(প্রহার করতে করতে) বল হতভাগা—বল, কি জন্য তুই বাড়ির গোপন পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলি ? কে তোকে বলে দিয়েছে—এই গোপন পথের সন্ধান ?

চাঁদ :—ওরে... তোরা আমায় মারিস না, আমি চোর নই।

লখিন্দর :—(প্রহার করিতে করিতে) চোর না তোকে তুই ? কেনই বা এই গোপন পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকেছিলি।

চাঁদ :—আমি চাঁদ, চাঁদ বেনে....।

নেড়াই :—(চাঁদের সামনে হাত নাড়িয়া) তা-কোথাকার চাঁদ বাবা তুমি ? স্বর্গের—না মর্ত্তের। যদি আকাশের চাঁদ হও তবে এই ধরাধামে মরতে এসেছ কেন ? আর যদি মর্ত্তের চাঁদ তবে মরতে এখানে এসেছ কেন বাবা ?

চাঁদ ঃ—(কান্নার স্বরে) নেড়াই, তুইও আমাকে চিনতে পারলি না। ও নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। নেড়াই, ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি চাঁদ—চাঁদ বেনে।

নেড়াই ঃ—বাঃ ...বাঃ .., আমার নামটাও দেখছি জেনে ফেলেছ। কিন্তু আমি তো কখনো তোমার ও চাঁদবদন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

চাঁদ ঃ—মনে করে দেখ নেড়াই, অনেক দিন আগে, সে আজ ষোল বছর হ'য়ে গেল, সপ্তডিঙ্গা মধুকরী নিয়ে আমি বাণিজ্যে গিয়েছিলাম। পথে আমি নানা কষ্টে পড়েছিলাম চ্যাং মুড়ি কানির ছলনায়। আমার সপ্তডিঙ্গি মধুকরীও ডুবে গেছে কালিদহের অতল জলে। আমার শরীর গেছে ভেংগে, তাই তোরা আমাকে চিনতে পারছিস না।

(সনকার প্রবেশ)

সনকা ঃ—নেড়াই, এতো চেঁচামেচি করছো কেন তোমরা, কি হয়েছে কি ?

নেড়াই ঃ—রাণীমা, এক বেটা চোর গুপ্ত পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বেটা বলে কিনা—"ও চোর নয়, ওর নাম চাঁদ বেনে।"

সনকা ঃ—নেড়াই, তোমাদের রাজার কপালে থাকবে রাজ তিলকের চিহ্ন। দেখে নাও তোমরা—সে চিহ্ন আছে কি না।

লখিন্দর ঃ—(চাঁদের মস্তক দেখিয়া) হাঁ...মা...., এর মস্তকে রাজ তিলক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

সনকা ঃ—লখাই, তোমরা ওঁকে ছেড়ে দাও। উনি চোর.... নন। উনি তোমার পিতা, চম্পক অধিপতি। তুমি ওঁকে প্রণাম

কর। আর নেড়াই, তুইও মহারাজকে চিন্‌তে পারিস নাই। হায়রে বিধাতা। কার সাধ্য বোঝে তোমার লীলা।

(নেড়াই ও প্রহরী) মহারাজ—মহারাজ ; আমাদের অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুণ। আমাদের ভুল হয়েছে। (উভয়ে পদতলে পড়িল)

চাঁদ ঃ—ওঠ নেড়াই, ওঠ প্রহরী. তোমাদের কোন দোষ নাই। সবই আমার অদৃষ্টের দোষ। যা তোরা এখন, বিশ্রাম নিবি যা।

নেড়াই ও প্রহরী ঃ—যথা আজ্ঞা মহারাজ। [উভয়ের প্রস্থান]

সনকা ঃ—লখাই, তোমার পিতাকে প্রণাম কর। (চাঁদ বেনেকে লখাইয়ের প্রণাম) স্বামী, তুমিও চলো বিশ্রাম নেবে। তোমার শরীর একেবারে ভেংগে পড়েছে।

চাঁদ ঃ—তুমি চলো সনকা, আমি এখনই আসছি।

[সনকা ও লখাইয়ের প্রস্থান]

এই বার—এই বার দেখবো-সেই চ্যাং মুড়ি কানিকে। দেখবো কত শক্তি ধরে সে, আর আমার কত ক্ষতি করতে পারে। জয়—শিব শম্ভু,—জয় শিব শম্ভু। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

চাঁদ বেনের প্রাসাদ

(চাঁদ ও নেড়ার প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—দেখ নেড়াই, লখিন্দরের বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন ওর বিয়ে দিতে হবে।

নেড়াই ঃ—হ্যাঁ—মহারাজ, এবার লখাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতেই হবে।

(সনকার প্রবেশ)

সনকা ঃ—না স্বামী, আমার লখাইয়ের বিয়ে এখন দিতে হবে না। আমি বড়ই কু-স্বপ্ন দেখেছি।

(গীত)

শোন ওগো প্রাণনাথ, কহিয়ে তোমারে।
দেখেছি স্বপন আমি, লখাইয়ে দংশিবে নাগে,
বিয়ের বাসরে ॥

চাঁদ ঃ—না—রাণী না। আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। আমি যখন স্থির করেছি, লখাইয়ের বিয়ে অবশ্যই দিব।

সনকা ঃ—নাথ, আমি লখাইয়ের বিয়ের বাধা দিতে চাইছি না। আমার ইচ্ছা, এখনও ও ছোট। এখন থাক ওর বিয়ে, পরে দিলেও চলবে।

চাঁদ ঃ—তা হয় না রাণী, আমি যা চিন্তা করি কার্য্যেও তা পরিণত করি। তুমি এখন যাও, আমি একটু একা থাকতে চাই।

সনকা ঃ—(স্বগতঃ) মা—বিষহরি, জানিনা মা তোমার কি ইচ্ছা—। এই অভাগিনীকে আর পুত্রহীন ক'রো না-মা। [প্রস্থান]

চাঁদ ঃ—নেড়াই, বাণিজ্য থেকে ফিরে আসার পথে উজানি নগরে সায়বেনের ঘরে দেখে এসেছি এক অপূর্ব্ব রূপ—লাবন্যবতি কন্যা। আমার ইচ্ছা ঐ সায়ের মেয়ের সাথেই আমার লখাইয়ের বিয়ে দেব। তুই যা নেড়াই, এখনই ডেকে নিয়ে আয় গনক ঠাকুরকে।

নেড়াই ঃ—এই যে মহারাজ, আমি এখনি গিয়ে ডেকে আনছি-গনক ঠাকুরকে। [প্রস্থান]

চাঁদ ঃ—দূর থেকে দেখেছি সায়বেনের মেয়েকে। দেখেই বুঝেছি সুলক্ষণা মেয়ে। সখীদের সাথে জল নিতে এসে, ওদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল, আজও সে কথা আমার কর্ণ কুহরে ভেসে আসছে—।

ও বলছিল, সাবিত্রীর মত সেও সতী হবে। ভাগ্যক্রমে আমার কপালে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তবে ঐ সতীর পরশে নিশ্চয় কেটে যাবে সেই দুর্ঘটনা।

(গণক ঠাকুরসহ নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই ঃ—এই যে মহারাজ, গণক ঠাকুরকে আমি সংগে নিয়েই এসেছি।

গনক ঠাকুর ঃ—আদেশ করুণ মহারাজ।

চাঁদ ঃ—ঠাকুর, নেড়াইয়ের সাথে তোমাকে যেতে হবে উজানি নগরে। সেখানে সায়বেনের একটি সুলক্ষণা মেয়ে আছে। তার কোষ্ঠি গণনা করে দেখে এসো। আমার ইচ্ছা, লখাইয়ের সাথে সায়ের মেয়ের বিয়ে দেব।

(গীত)

নেড়া-যা-রে যা-উজানি-নগরে।
বেহুলা নামে-কন্যা-আছে সায়-বেনের ঘরে॥

[প্রস্থান]

নেড়াই ও নফর ঃ—(গীত)

চলো যাব-রে, যাব মোরা উজানি নগরে।
রূপবতি কন্যা আছে সায় বেনের ঘরে॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

(উজানি নগরে সায় বেনের প্রাসাদ অন্তপুর)

(বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা ঃ—(মনসার স্তব)

ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা,

ভগিনী বাসু কেস্তথা।
জরৎকারু মুনে পত্নী,
মনসা দেবী নমোহস্তুতে॥ (প্রনাম)

(বন্দনা গীত)

দেখা দাও, দেখা দাও
ও-মা বিষহরি।
হৃদয় কমল দিয়া—
তোমা পূজা করি॥ দেখা....

(ছদ্মবেশে মনসার প্রবেশ)

মনসা ঃ—বেহুলা, তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে চম্পক নগর থেকে চাঁদ বেনের ঘটক আসছে। সেখানে তোর বিয়ে হবে। [প্রস্থান]

বেহুলা ঃ—কে মা তুমি, পরিচয় না দিয়েই চলে গেলে।

(বন্দনা)

নমঃ নমঃ নমঃ মাগো
নমঃ বিষহরি।
তোমারই চরণে মাগো
প্রনায় যে করি॥ নমঃ ...
ওমা—তুমি করিলে দয়া,
ভব সাগর তরি।
তুমি যে মা দয়াময়ী,—
ভবেরও কাণ্ডারী॥ নমঃ ...

(সায়বেন ও অমলার প্রবেশ)

সায় ঃ—মা—আমার পূজায়—মগ্ন।—সত্য—অমল্য,—বেহুলা মা—আমার রূপে লক্ষী গুনে—সরস্বতী।

অমলা :—হ্যাঁ স্বামী, বেহুলার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ। কিন্তু কতোদিন আর আমরা রাখতে পারবো ওকে। ওর বিয়ের বয়স হয়েছে। এবার ওকে পাত্রস্থ করতে হবে।

সায় :—ওর জন্য আমাদের কোন চিন্তা করতে হবে না অমলা, মা আমার যার পূজা করছে, সেই দেবী পদ্মাই তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। তাঁর দয়াতে উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়বে মা আমার।

অমলা :—(বেহুলার প্রতি) পূজা সাঙ্গ হ'লো মা তোমার ?

বেহুলা :—হ্যাঁ মা হয়েছে। মা মনসার আর্শিবাদ ও পেয়েছি।

অমলা :—এবার চল মা, একটু জল খেয়ে নিবি। কাল থেকে উপোস করে আসছি।

বেহুলা :—চলো মা। [অমলা সহ বেহুলার প্রস্থান]

(গনক ঠাকুর ও নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াইও গনক ঠাকুর :—(গীত)

শোন—শোন—শোন-ওগো
সায় মহাশয়,।
তব কাছে কহি মোরা,—
শোন পরিচয় ॥
চাঁদ বেনের নফর মোরা,
ঘর, চম্পক নগরে।
বিবাহ সম্বন্ধ লয়ে—,
আসি তব পুরে ॥
অনুঢ়া এক কন্যা তব,
আছে শুনি ঘরে।
দান কর কন্যা তব,
চাঁদের লখিন্দরে ॥

নেড়াই ঃ—রাজন, আমরা চম্বক নগর থেকে আসছি। আমরা চম্পক অধিপতি চাঁদ বেনের নফর। আপনার একটি বিবাহ যোগ্যা কন্যা আছে সংবাদ পেয়ে, আমাদের মহারাজ তাকে পুত্র বধূ করতে চান। আমরা আপনার মতামত জানতে এসেছি।

সায় ঃ—চাঁদ মহাশয় কে—আমি ভাল করেই চিনি। আমার মেয়ে তাঁর পুত্র বধূ হবে এতো সৌভাগ্যের কথা। এ শুভ সংবাদ শুনে বড় সুখী হ'লাম। এখন চলো,—তোমরা বিশ্রাম করবে।

নেড়াই ঃ—বিশ্রামের কথা পরে হবে রাজন, আগে কথাবার্ত্তা পাকা পাকি হয়ে যাক,—তার পর বিশ্রাম।

সায় ঃ—বেশ, তাহ'লে তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এখনি আসছি। [প্রস্থান]

নেড়াই ঃ—গনক ঠাকুর, তোমার গোনা—গাঁথাটা-একটু ভাল করে করবে। দেখবে, যেন কোন ভূল-চুক না হয়।

গনক ঠাকুর ঃ—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার গনন গাঁথনে কোন ভুল হয় না।

নেড়াই ঃ—সেই হলেই ভাল। (সম্মুখে দেখিয়া) ঐ যে সায় মশায় মেয়েকে সংগে নিয়ে আসছেন। তুমি তৈরী হয়ে যাও ঠাকুর।

(সায় ও বেহুলার প্রবেশ)

সায় ঃ—এই আমার কন্যা। (বেহুলার প্রতি) মা-এঁদের প্রনাম কর। [প্রনাম করিয়া বেহুলার প্রস্থান]
আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ, গনক ঠাকুরকে সংগে নিয়ে আমি এখনি আসছি।

নেড়াই ঃ—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না রাজন, গনক ঠাকুরকে আমি সংগে করেই এনেছি। (গনকঠাকুরকে দেখাইয়া)

এই যে-ইনি গণক ঠাকুর।

সায় ঃ—তবে আর দেরি কেন, গণনাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

চাঁদের প্রবেশ

চাঁদ ঃ—আর একটু অপেক্ষা করুণ মহাশয়, গণনার আগে আমি আপনার মেয়ের কিছু পরীক্ষা নিতে চাই। আপনি আপনার মেয়েকে একটু ডেকে পাঠান—।

সায় ঃ—আপনি একটু অপেক্ষা করুণ, আমি এখনি—ডেকে—আনছি তাকে। (কিছু অগ্রসর হইয়া)

বেহুলা ও-মা-বেহুলা, একবার এখানে এসোতো মা-।

(বেহুলার প্রবেশ)

(সকলকে প্রনাম করিয়া একপাশে
স্থির হইয়া-দাঁড়াইল—)

চাঁদ ঃ—(বেহুলার প্রতি) আচ্ছা মা, তুমি লোহার, কলাই সিদ্ধ করতে পার ? কাঁচা মাটির—হাঁড়িতে আর কাঁচা উনানে খড়ের জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে কিন্তু।

বেহুলা ঃ—আপনার আর্শীববাদে চেষ্টা করে দেখব। আপনি সব জিনিষের ব্যবস্থা করে রাখুন, আমি স্নান সেরে আসছি।

[সকলের অগ্র পশ্চাতে প্রস্থান]

(নদীর ঘাট)

(স্নান করিতে করিতে পায়ে করিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে বেহুলা
আপন মনে গান গাহিতেছিল)

(গীত)

আমি স্নান করি রে,

মনেরই আনন্দে।
সোনার অঙ্গে হলুদ মেখে,
ভাসি যে তরঙ্গে ॥ আমি ...

(বৃদ্ধার বেশে মনসার প্রবেশ)

(বেহুলার পায়ের জল মনসার গায়ে লাগিল)

মনসা :—(গীত) গরব করিস না লো,
সায় বেনের ঝি।
বিয়েব রাতে লোহার বাসবে,
নাড় যে হবি ॥ গবব....

বেহুলা :—কে-মা তুমি আমাকে কঠিন অভিশাপ দিচ্ছ ? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নাই।

মনসা :—আমি দেবী মনসা, তোর আরাধ্য দেবী। আমার এই অভিশাপেও তোর মঙ্গল হবে। তোর চেষ্টায় তোর মৃত স্বামী আবার প্রাণ ফিরে পাবে। সতীত্ব গৌরবে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে দিগদিগন্তে।

স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়বি না যেন। কলার মান্দাস করে. সেই মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ রেখে ভেসে পড়বি গাঁগিণীর জলে। আমি তোর সাথে সাথে থেকে. তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব দেব সভায়। আমার বরে তুই কাঁচা উনানে, কাঁচা মাটির হাঁড়িতে, খড়ের জ্বাল দিয়ে অনায়াসে সিদ্ধ করতে পারবি লোহার কলাই। জল আনতে পারবি সহস্র ছিদ্র কুম্ভে। অবহেলায় হেঁটে যাবি ধারালো অস্ত্রের ধারের উপর দিয়ে [প্রস্থান]

বেহুলা :—(প্রণাম করিতে করিতে) মা আমায়—শক্তি দিও—মা—। [প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চাঁদ প্রাসাদ)

(চাঁদ ও সনকার প্রবেশ)

সনকা :—স্বামী, তুমি উজানী নগর থেকে ফিরে এলে, কই ড়াই তো এখনও ফিরে এলো না ? তুমি বললে মেয়ের পরীক্ষা য়েছো, পরীক্ষায় সে সফলও হয়েছে, বাকী শুধু গনম গাঁথম—। বে—, তবে কি অন্য কোন বাধা অন্তরাম হয়ে দাঁড়িয়েছে ?

(নেড়াই ও গণকের প্রবেশ)

নেড়াই :—না মা, কোন বাধাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

চাঁদ :—বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে এসেছে তো তোমরা।

নেড়াই :—হ্যাঁ-মহারাজ, সব পাকাপাকি করে এসেছি—।

সনকা :—মেয়েটিকে তোমরা কেমন দেখলে বাবা ?

নেড়াই ও গণক :— (গীত)

আহা—মায়ের আমার,
কি দিব গো রূপের তুলনা।
রূপের আকর-অঙ্গ,
বর্ণ কাঁচা সোনা—।। আহা ....

চাঁদ :—গণক ঠাকুর, তুমি গণনায়-কি দেখলে ?

গণক ঠাকুর :—মহারাজ, গণনায় ফল-শুভ-। একেবারে—যোটক মেল। তবে—।

চাঁদ :—এর মধ্যে আবার, তবে,— কিন্তু, এগুলো কেন আসছে। বলবার বলে ফেল। তোমার কোন ভয় নেই।

গণক :—মহারাজ, গণনায় সবই ভাল, তবে বিয়ের রাতে রে সর্পদংশনে মৃত্যু যোগ দেখা যায়।

চাঁদ :—কি .. কি . বল্লে ঠাকুর, বিয়ের রাতে সর্পদংশনে মৃত্যু আমার লখাইয়ের ? ওঃ-শিব শম্ভু . । (কপালে করাঘাত) তুমি কি শোনালে প্রভু ।

গণক :—মহারাজ, এবার আমায় যেতে আদেশ দিন ।

চাঁদ :—হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি এবার যেতে পার । নেড়াই, যা বাপ ঠাকুরের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দে ।

নেড়াই :—যথা আদেশ মহারাজ । [গণক সহ প্রস্থান

সনকা :—স্বামী, অনুরোধ তোমায়, মিটিয়ে নাও মনসা সনে বিবাদ । এই বিবাদের কিবা প্রয়োজন ?

চাঁদ :—তা হয়না সনকা । আমি চাঁদবেনে । মনসা সনে সন্ধি অসম্ভব । সাঁতালী পাহাড়ে করি লৌহ বাসর, রাখিব বেহুলা লখিন্দরে । যেথা সাধ্য হবেনা কো প্রবেশিতে ঐ চ্যাং মুড়ি কানির নেড়াই .. নেড়াই ।

(নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই :—কি আদেশ মহারাজ ?

চাঁদ :—যাও নেড়াই বিশাই কে ডেকে নিয়ে এসো— ।

নেড়াই :—যথা আদেশ মহারাজ— । [প্রস্থান

সনকা :—(স্বগত) আমার স্বামীর সুমতী দাও মা মনসা দয়া কর মা— । [প্রস্থান

(বিশাই সহ নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই : মহারাজ, বিশাইকে নিয়ে এসেছি ।

বিশাই :—আদেশ করুন মহারাজ— ।

চাঁদ :—যাও বিশাই, সাঁতালী পাহাড়ের উপর এমন এক লোহার বাসর নির্মাণ কর, যেখানে একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কীট পর্যান্ত প্রবেশ করতে না পারে ।

বিশাই ঃ—আপনার আদেশ শিরোধার্য্য মহারাজ।

[বিশাই ও নেড়ার প্রস্থান]

চাঁদ ঃ—(স্বগত) এইবার আমি দেখবো চ্যাংমুড়ি কানি আমার ক্ষতি করতে পারে। কি করে সে প্রবেশ করতে পারে লৌহ বাসরে। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লৌহ বাসরের আয়োজন

(বিশাইয়ের প্রবেশ)

বিশাই ঃ—লৌহ বাসরের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। বাসরের নির্মান কৌশল দেখে মহারাজ নিশ্চয় খুশী হবেন। বাসর দ্বার বন্ধ করে দিলে কোন ক্ষুদ্রতম কীটও প্রবেশ করতে পারবে না বাসরে।

(গান গাহিতে গাহিতে এক গ্রাম্য বালকের প্রবেশ)

(গীত)

চাঁদ বেনে সদাগর,
চম্পক নগরে ঘর
সাঁতালী পর্ব্বতে বাঁধে
লোহার বাসর ঘর—গো—।
লোহার কপাট তার
লোহার জানালা আর
লৌহার শিকলী শোভে গো—। [প্রস্থান]

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—বিশাই, তোমার বাসর নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে?

বিশাই ঃ—হ্যাঁ মহারাজ। আপনি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখে নিন।

চাঁদ ঃ—(বাসর দেখিয়া) বাঃ! চমৎকার বাসর নির্মান করেছ তুমি। নেড়াই ও নেড়াই..।

(নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেডাই ঃ—আমায় ডাকছিলেন মহারাজ ?

চাঁদ ঃ—হ্যাঁ নেডাই, তোমায় ডাকছিলাম। বিশাই আমার নির্দেশ মত সুন্দর লৌহ বাসর তৈরী করেছে। ওকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দাও। আর ওর [illegible] [illegible] লখাইয়ের বিবাহ [প্রস্থান

নেড়াই :—বিশাই, তুমি [illegible] [illegible]। আমি [illegible] তোমার পুরস্কারের স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ফিরে আসছি [প্রস্থান

(মনসার প্রবেশ)

মনসা ঃ—বিশাই, লৌহ বাসরে তোমাকে আবার একবার ফিরে যেতে হবে। রাখতে হবে চুলের মত সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র সেখানে মনে রাখবে এটা আমার আদেশ।

বিশাই ঃ—না—মা, তা আমি পারবো না। ও অন্যায় আদেশ আমায় করো না।

মনসা ঃ—কি—, এত সাহস তোর যে আমার আদেশ উপেক্ষা করিস। আমি তোকে স্বয়ং বিনাশ করবো। তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না

বিশাই ঃ—(সভয়ে) মা—। আমার অপরাধ নিওনা মা। আমি এখনি গিয়ে লৌহ বাসরে চুল পরিমান ছিদ্র করে আসছি। কিন্তু—

মনসা ঃ—কোন ভয় নেই তোর। আমার বরে কেউ জানবে না এ কথা। (স্বগত) চাঁদ, এইবার দেখবো কত ধৈর্য্য ধরতে পার তুমি। [প্রস্থান পশ্চাতে বিশাইয়ের প্রস্থান]

(বিশাইয়ের নিঃশব্দে লৌহ বাসরে প্রবেশ)

(ঠুক ঠুক শব্দে বাসরে সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র নির্মাণ এবং হরিতাল

দিয়া ঐ ছিদ্রো পথ আচ্ছাদন করা)

বিশাই ঃ—কাজ শেষ—। এবার বাইরে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত আমি।

(শব্দ শুনিয়া ক্রোধে চাঁদের [illegible]

চাঁদ ঃ—বিশাই [illegible] মাদোত্তর [illegible] না [illegible] কভু করিব না [illegible]।

বিশাই ঃ—[illegible] কারিগুনা মারে। সামান্য কাজ [illegible] পুনঃ [illegible] কর্মিলাম শেষ। এবে লহ পরীক্ষা করিয়া।

চাঁদ ঃ—(পরীক্ষার পর) হে শিল্পী, ভ্রম হইয়াছিল মোর। এবে সন্তুষ্ট আমি। লহ পুরস্কার।

[বিশাইকে পট্ট বস্ত্র দান ও প্রস্থান। পশ্চাতে বিশাইয়ের প্রস্থান]

(ঢোল পিটাইতে পিটাইতে নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই ঃ— শোন শোন শোন বন্ধুগণ
শোন কুটুম্ব স্বজণ
চাঁদ বেনের বেটার বিয়ে
ধর নিমন্ত্রণ ॥ [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

(সাতালী পাহাড়ে লৌহ বাসরে
বর বধু বেশে বেহুলা লখিন্দন)

লখিন্দর ঃ—(বেহুলাকে চিন্তিত দেখিয়া) প্রিয়ে, আজি এ শুভ দিনে কেন তব আঁখি পাতে বিষাদের ছায়া। চিন্তা কেন হেরি ও মুখে। পড়েছে কি মনে পিতারে মাতারে অথবা সখী সঙ্গিনী গণে।

বেহুলা ঃ—না প্রিয়মত, সে হেতু কোন চিন্তা জাগে নাই মনে। চিন্তা শুধু তোমার লাগিয়া। সবে মাত্র হয়েছে মিলন মোদের, কিন্তু মনে হয় যুগ যুগান্তরের সঙ্গী মোরা। কি জানি কেন জানিনা এক অদৃশ্য আসঙ্কায় আমার হৃদয় বার বার উঠিছে কাঁপিয়া। তার তরে মোর আঁখিপাতে নেমে আসে বিষাদের ছায়া।

লখিন্দর ঃ—বৃথা চিন্তা তব মনের। অভেদ্য এই লৌহ বাসরে আছি শুধু তুমি আর আমি। তবে কেন এত ভয় মনে? এসো প্রিয়ে, চিন্তা করি দূর তব মনের, লভিবে বিশ্রাম কিছুক্ষণ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(বাসর ঘরের বহিরাংশ)

(নেড়াই ও নফরের প্রবেশ)

গীত

নেড়াই :— বাসর জাগার রে, কি দিব তুলনা।
রাত হ'য়েছে দিনের মত, জাগে চাঁদ বেনা॥

নফর ঃ বাসর জাগায় রে, ও বাসর জাগায় রে
রাজা চাঁদ সদাগর—
বাসর দুয়ারে জাগে—

নেড়াই ও নফর॥ বাসর....

[গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

(মনসা ও নেতার প্রবেশ)

মনসা ঃ—নেতা, চাঁদ যে ভাবে বাসর পাহারার ব্যবস্থা করেছে, তাতে তো বাসরে প্রবেশ করা দেখছি খুব কঠিন। এখন কি করি বল দেখি? আমার মনের বাসনা কি অপূর্ণই থেকে যাবে?

নেতা ঃ—সখী, বৃথা চিন্তা করছো তুমি। তোমাকে তোমার

কাজ পূর্ণ কয়তে হলে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে চার খানি মেঘ প্রার্থনা কর। তার পর এই সাঁতালী পাহাড়ে সাত দিন সাত রাত অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ কর। তবেই তোমার মনের ইচ্ছা পুরণ হবে।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস নেতা, তোর বুদ্ধির প্রসংসা করতে হবে। আমি এখনি চললাম ইন্দ্রপুরী। [প্রস্থান]

নেতা ঃ— (গীত)

দেবী যায় রে যায়, মেঘ আনিবারে।
ইন্দ্রপুরী যায় দেবী হরষি অন্তরে॥ [প্রস্থান]

(ইন্দ্রপুরী)

(ইন্দ্র ও মনসার প্রবেশ)

ইন্দ্র ঃ—মা পদ্মা, তোমার বিপদের কথা সবই শুনলাম। তোমার প্রার্থনা আমি অবশ্যই পুরণ করবো। ঝড়, বৃষ্টি, শীলা আর বজ্র এই চারি মেঘ তোমায় আমি দিলাম। তোমার কার্য্য সাধনে যখনই তুমি ওদের স্বরণ করবে—ওরা উপস্থিত হবে তোমার কাছে।

[ইন্দ্রের প্রস্থান]

মনসা ঃ—এইবার, এইবার দেখিব চাঁদেরে। ঝড়, বৃষ্টির প্রলয় তাণ্ডবে ডুবাইব সাঁতালী পর্বত। চূর্ণ করি চাঁদের অহঙ্কার মনোস্কাম পুরাইব মোর।

গীত

শুন শুন মেঘ গণ, করি নিবেদন।
সাঁতালী পর্বতে কর, বারি বরষণ॥
দিন-রাত বরষরে, ঝর অবিরল।
ঝড়ের দাপটে কর, উথল-পাথল॥
সাত দিন সাত রাত, ঝর অবিরাম।

বাসরে করিয়া লীন, যাও নিজ ধাম ।।

(নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ—সখী, লৌহ বাসরের চারিদিকে শুরু হ'য়েছে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা। মুহুমুহু হতেছে মেঘ-গর্জন, অবিরল ধারায় ঝরছে বৃষ্টি-আর শীলা—। মাঝে মাঝে বজ্রের-নির্ঘোষ, স্তব্ধ ক'রে দিচ্ছে সাঁতালীর সমস্ত জীব জন্তুকে। এই সুযোগ, সখী মায়া ঘুমে আচ্ছন্ন করে দাও সাঁতালী পাহাড়ের সমস্ত জীবকে, লৌহ বাসরের সমস্ত প্রহরীকে, বর আর বধূকে। তবেই তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস সখী। আয়, আর দেরী নয়।

[নেতা আর মনসার প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

লৌহ বাসর

(বেহুলা লখিন্দরের কথোপকথন)

বেহুলা ঃ— শোন ওগো প্রাণপ্রিয়া,
প্রশ্ন এক করি।
দেখিতে লাল ছয়টি দ্রব্য,
কি নাম, বল ত্বরা করি।

লখিন্দর ঃ— নাম শোন-ছয়টি লালের,
ওগো বেহুলা সুন্দরী।
তব কাছে বর্ণনা আমি,
করি যে বিস্তারি।
পক্ক বিল্ব ফল লাল—
লাল জবা ফুল—।

সিন্দুর জাবক কুঁচ,
লাল যে হিঙ্গুল।

বেহুলা :— উত্তম প্রশ্নের উত্তর,
দিলে—প্রাণেশ্বর
আরো এক প্রশ্ন করি,
বলো গো সত্বর ॥
সপ্ত তিক্ত বস্তুর নাম,
বল দেখি শুনি।
ত্বরা করি বল এবে,
ওগো গুণমনি ॥

লখিন্দর :— শোন এবে বলি ওগো
বেহুলা সুন্দরী।
সাতটি তিক্তের নাম,
বর্ণনা যে করি ॥
নিম তিতা, পড়শী তিতা,
আর তিতা যে কুচিলা।
দ্বিচারিণী স্ত্রী আর ব্যাধি তিতা,
জানিতে বলিলা ॥
সর্বদা মন রয় তিতা,
যার স্ত্রীকটু ভাষিণী।
মূর্খ পুত্রে তিতা কয়,
এই মত জানি ॥

বেহুলা :— দিলা যে সুন্দর উত্তর,
ওগো প্রানেশ্বর।

এবে কি করিব বলো,
কহগো সত্বর ॥
তব লাগি নিশি আমি,
থাকিব যে জাগি।
নিশি যেন শুভ কাটে,
এই বর মাগি ॥

লখিন্দর :— ভাল কথা বলিয়াছ,
ও গো প্রাণ প্রিয়া—।
পাশা সারী আনি খেল,
সাথেতে বসিয়া ॥

(উভয়ের পাশা খেলা—। খেলায় অশুভ দান পড়ায় ক্রোধে বেহুলার অগ্নিতে পাশা নিক্ষেপ)

বেহুলা :— শোন ওগো প্রাণনাথ, পাশা দেয় না যে সাথ
কুশাল না বলে,
তাই ত্যাগি খেলার আশ, নিক্ষেপি অগ্নিতে পাশ
এই খেলার ও চালে।

লখিন্দর :— বেশ, এখন তাহ'লে খেলা থাক। কিন্তু....।

বিহুলা :—কিন্তু আবার .. কি নাথ ?

লখিন্দর :—(গীত) শোন ওগো প্রাণপ্রিয়া,
কহি যে তোমায়ে—।
ক্ষুধায় জ্বলে যে তনু,
অন্ন দেহ মোরে ॥

বেহুলা :—আমার যে বড় ক্ষুধা পেয়েছে, আমায় অন্ন খেতে দাও।

বেহুলা ঃ— ক্ষমা করো প্রাণ নাথ,—
ক্ষমা করো—মোরে।
এতো রাতে অভাগিনী,—
যাব কার ঘরে॥
না আছে রন্ধনের দ্রব্য,
না আছে অরণি।
অসম্ভব হেন কথা, হে নাথ,
কহ কেন শুনি॥

লখিন্দর ঃ— ধৈর্য্য না রহে প্রিয়,
জ্বলে ক্ষুধানল গো।
রহিতে না পারি আর,
যায় বুদ্ধি বল গো॥

বেহুলা ঃ— আমি এতো রাতে আনি কোথায়,
ভাত গো।
শোন শোন, বলি শোন,
অভাগিনীর নাথ গো॥

লখিন্দর ঃ—প্রিয়ে নারিকেলের জলে মঙ্গল কলসের আতপ চাল সিদ্ধ করে, আমায় কিছু অন্ন পাক করে দাও। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই। আমার বড় ঘুম পেয়েছে। (শয়ন ও নিদ্রা)

(বেহুলার রান্নার আয়োজন ও রান্না শেষ)

বেহুলা ঃ— ওঠ ওঠ প্রাণনাথ, কত নিদ্রা যাও গো।
করহ ভোজন এবে, হয়েছে রন্ধন গো॥

কই, প্রাণনাথ এখনও উঠলো না তো, এখন কি করি, কিবলেডাকি তারে।

গীত

আজি রাতে হ'লো বিয়ে,
কি বলে ডাকিব প্রিয়ে,
ডাকিতে যে বড় লজ্জা পাই গো।
ক্ষুধাতে কাতর হয়ে শয়ন করিলে গিয়ে,
রন্ধন হয়েছে এবে, ওঠ ওঠ প্রানেশ্বর—।
ডাকে তোমা বেহুলা সুন্দরী গো॥

এতো ডাকি তারে, তবু না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোরে। একি কাল ঘুম এসেছে নামি প্রিয় তমের আঁকি পাতে। কি করি...কি করি এবে....? (কিছু চিন্তার পর)

—ঐ তো নারিকেল জল রয়েছে সেথায়। ওঁর চোখে মুখে একটু দি ছিটাইয়া। (লখিন্দরের মুখে জলের ছিটা প্রদান)

লখিন্দর :—সাপ ...সাপ ..। (চমকিয়া জাগিয়া উঠীল)

বেহুলা :—কোথা সাপ প্রিয়তম—? দেখিয়াছ কি কোন কু-স্বপ্ন নিদ্রার ঘোর। নিদ্রা ভঙ্গের তরে সামান্য জলের ছিটা দিয়া ছিলেম মুখ পরে তব। উঠ এবে, হইয়াছে অন্ন রন্ধন—ভোজন করহ এখন।

(লখিন্দর ভোজনে বসিল, বেহুলা ব্যঞ্জন করিতে লাগিল)

(বাসরের বাইরে দুইটি বালকের গীত)

১ম বালক :—ও—লখাইয়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল যেই ক্ষণে।
ক্ষুধাতে কাতর হ'য়ে বসিল—ভোজনে॥
ইষ্ট দেবে স্মরি লখাই মুখে অন্ন দিল—।
হরষি-অন্তরে অন্ন খাইতে লাগিল॥

২য় বালক :— (গীত)

অন্ন খেয়ে তৃপ্ত হ'লো, অঙ্গে পেলো বল।

আচমন করিতে তারে ভৃঙ্গারে দিলা জল ॥
হস্ত পদ ধৌত করি পালঙ্কতে গেল ।
তাম্বুল মুখেতে দিয়া শয়ণ করিল ॥

[সকলেরই প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

(মনসা ও নেতার প্রবেশ)

মনসা ঃ—শোন শোন প্রিয় সখী করিনিবেদন গো ।
সাঁতালী পর্বতে নিদ্রা করেছে গমণ গো ॥

নেতা ঃ—মায়া নিদ্রার কোলে লখাই পড়েছে ঢলিয়া ।
এবে সখী নিজ কাজ সাধ তুমি গিয়া—॥
বিনাশিতে লখার প্রাণ আজ্ঞা দেহ নাগে ।
রাখ নিজ লাজ তুমি গিয়া বাধু বেগে ॥

(পূর্ব্বোক্ত বালক দুইটি পুনঃ প্রবেশ)

১ম বালক ঃ— ও দেবার আজ্ঞাতে নিদ্রা,
বাসরে পশিলা ।
পাইক প্রহরী হত,
নিদ্রিত হইল ॥

২য় বালক ঃ— যতেক প্রাণীর চোখে, নিদ্রাদেবী,
করিল যে—ভর ।
অচৈতন্য হ'য়ে সবে,
পড়িল—মাটির উপর ।

[উভয়ের প্রস্থান]

মনসা ঃ—সখী এখন কি করি বলতো ?

নেতা ঃ—কি আর করবে, সমস্ত নাগগণকে ডাক।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস, তাই করি। নিদ্রা দেবীর মায়াতে এখন সকলেই ঘুমে অচেতন। এই সুযোগ, এই সুযোগে নিজের কাজ সেরে ফেলি।

গীত

শোন শোন উদয়, চিতি, আর বঙ্ক নাগরে,
কোন জনে ঘুচাইবে মোর মনের সাধরে।

(বঙ্ক নাগের প্রবেশ)

বঙ্কনাগ ঃ—মা, আমায় কি কারণে ডেকেছ ?

মনসা ঃ—যাও বঙ্ক, সাঁতালী পর্বতে লৌহার বাসরে গিয়ে দংশন করে এস লখিন্দরকে।

বঙ্ক নাগ ঃ—যথা আদেশ মা। [প্রস্থান]

(গীত কণ্ঠে একটি বালকের প্রবেশ)

ও-মনসার আদেশেতে, উদয় বঙ্ক একে একে,
দংশিতে লখাইয়েরে, বাসরেতে গেল গো—।
এত রাতে কোথা যাও, দুগ্ধ-খাও-দুগ্ধ-খাও,
বলি—তাদের বেহুলা বাঁধিল-গো ॥

[গীতান্তে বালকের প্রস্থান]

মনসা ঃ—সখী এক এক করে বঙ্ক, চিতি, উদয়,—সকলকেই পাঠালাম, কিন্তু কেউ আর ফিরে এলো না। এখন কি করি বল তো?

নেতা ঃ—সখী, আমার মনে হয় বেহুলা কৌশলে বন্দী করেছে সকলকে। বেহুলা নিদ্রা না গেলে তোমার কার্য্য সিদ্ধি হবে বলে মনে হয়না। আবার তুমি পাঠাও নিদ্রা দেবীকে। কাল ঘুম নেমে

াস্থক বেহুলার চোখে। তারপর কার্য্য সিদ্ধির জন্য পাঠাও কালি-াগকে।

মনসা ঃ—হ্যাঁ ...সখী তাই করি।

(অলক্ষ্যে গীত)

এত বলি মনসা যে কালিরে স্মরিল।
স্মরণ মাত্র, কালি আসি প্রবেশিল ॥

(কালির প্রবেশ)

কালি ঃ— নমঃ নমঃ মাগো, নমি গো চরণে।
কি কারণে মাতা তুমি, করেছ গো মনে ॥
আজ্ঞা তব পালিবারে আন না করির।
কহ মাতা এবে মোরে, কোথা আমি যাব ॥

মনসা ঃ—কালি, বড়ই সমস্যায় পড়ে তোমাকে স্মরণ করেছি। তামাকে এখনি যেতে হবে সাঁতালী পর্বতের লৌহ বাসরে। দংশন রে আসতে হবে লখিন্দরকে।

কালি ঃ—আমি এখনি যাচ্ছি মা আপনার-আদেশ পালন রতে।

মনসা ঃ—নেতা, তুই সত্বর যা, কালির যাত্রার—আয়োজন করে

[সকলের প্রস্থান]

(গীত কণ্ঠে দুটি বালকের প্রবেশ)

ও- সাঁতালী পর্বতে কালি যায় ধীরে ধীরে—।
লখাইয়ে দংশিতে যায় লোহার বাসরে ॥
ও-মত্ত-কালি-যায় চালি, হেলিয়া দুলিয়া।

নিদ্রা দেবী করিলভর বেহুলারে গিয়া ॥

ও-কালি যবে বাসরেতে আসি প্রবেশিল।

মায়া ঘুমে বেহুলা যে আচ্ছন্ন হইল ॥ [গীতান্তে প্রস্থান

(বেহুলা লখিন্দরের প্রবেশ শয়ন ও নিদ্রা)

(পূর্ব বালক দ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ এবং কালির রোদন গীত)

কালি কাঁদেরে বাসর দুয়ারে,

স্থতার সঞ্চার পথে প্রবেশিতে নারে। কালি....

মা-গো অঙ্গ কালির ঢেঁকির মত, কুলো মত ফণা,

কেমনে পশিবে ছিদ্রে, উপায় নাহী জানা ॥ কালি...

মনসারে স্বরি কালি, কাঁদিতে লাগিল—

সুক্ষ্ম ছিদ্রে কেমনে—মা, পশিব গো বল ॥ কালি....

অন্তরযামিনি মাতা সকলি বুঝিল।

ঢেঁকির অঙ্গ কালির স্থতা হয়ে গেল ॥ কালি....

সুক্ষ্ম অঙ্গ ধরি কালি বাসরে পশিল।

লখাইয়ে হেরিয়া কালি কাঁদিতে লাগিল ॥ কালি....

লখাইয়ে হেরিয়া কালি ভাবে মনে মনে।

এমন সোনার অঙ্গে দংশিব কেমেন ॥ কালি....

[বালক দ্বায়ের প্রস্থান

(কালির বাসরে প্রবেশ এবং লখাইকে দেখিয়া বিলাপ)

কালি ঃ—(বিলাপ গীত)

আমি মাতা সাত পুত্রের ত্রিভুবনে জানে,

দোষ বিনা পর পুত্রে বধিব কেমনে।

রাখাল যে রূপ হেরি মোহন মুরতি,

হেরি বেহুলার রূপ দুঃখ মনে অতি।
দংশন না করি যদি, মাতা হবেন যে কুপিত।
উভয় সঙ্কটে আমি হয়েছি পতিত ॥

(মনসা ও নেতার প্রবেশ)

মনসা ঃ—নেতা, কালি-নাগ বাসরে বসে ভাবছে, বিনা দোষে খাইয়ে কেমনে দংশিবে।

নেতা ঃ—সখী, মায়ার ছলনা নিয়ে তুমি নিদ্রিত লখিন্দরকে ঞ্চল করে তোলো।

মনসা ঃ—ঠিক বলেছিস নেতা। এই আমি লখিন্দরকে চঞ্চল রলাম।

(লখাইয়ের চঞ্চল হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও কালির দেহে আঘাত)

কালি ঃ—লখিন্দর আমার দেহে আঘাত করেছে। সাক্ষী থেকো দ্র-সূর্য-দেবগণ, এ অপরাধে আমি তাকে দংশন করলাম।

[লখিন্দরকে দংশন ও পলায়ন]

(নিদ্রিত লখিন্দর জাগিয়া)

লখিন্দর ঃ···ও···। বেহুলা, ওঠ···ওঠ····দেখ আমাকে কিসে শন করলো—।

(গীত)

ঘুমায়ো না আর বেহুলা
জাগিয়া দেখ রে—।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা,
মোরে খাইল কে ॥

[সহসা পলায়মান কালিকে দেখিয়া লখিন্দরের জাঁতি নিক্ষে
আড়াই আঙ্গুল পরিমান কালির লেজ জাঁতির আঘাতে ছিন্ন হইল]

(গীত লখিন্দর)

জাগো জাগো রে সায় বেনের—ঝি,
ফনি যে, দংশিল মোরে, উপায় করি কি।
কুট বিষে অঙ্গ দহে, বিদরে পারনি,
উঠ-উঠ-উঠ, পিয়া-সায়ের নন্দনী ॥

বেহুলা জেগে দেখ, কাল এসে আমাকে দংশন করে গেল। হায়
বিধি, আমার কপালে কি এই ছিল।

(গীত)

ও-বিধিরে···মোর এই কি ছিল,
ললাট লিখন—।
বিয়ের রাতে বাসরেতে,
নিভিল জীবন ॥ ও····

উঃ—প্রাণ যায়, আর যে পারি না সহিতে। ওঠ—বেহু
আর কত নিদ্রা যাও।

(পতন ও মৃত্যু)
(পঠ পরিবর্ত্তন)

(মনসা ও কালির প্রবেশ)

কালি :— (গীত)

দয়া কর গো মা, অধম সন্তানে।

যায় যে পরাণ মাগো, লেজের জ্বলনে ॥ দয়া···
ও-মা তুমি না করিলে দয়া কেমনে বাঁচিব,
ও মা—কাটা লেজে এ জীবন কেমনে ধরিব,
লেজের জ্বলনে মাগো যায় যে পরাণ,
শান্ত না হইল জ্বালা থাকে না কো মান ॥ দয়া...

মনসা :—কি হয়েছে কালি ? অমন ছটপট করছ কেন—?

কালি :—মা, লখিন্দরের জাঁতির আঘাতে আমার লেজ কেটে গেছে। তারই জ্বলনে আমি অস্থির হয়ে—পড়েছি।

মনসা :—যা কালি, আমার আশির্ব্বদে তোর লেজের জ্বলন শান্ত হয়ে যাবে।

কালি :—কিন্তু মা, কাটা লেজ নিয়ে আমি নাগ কুলে মুখ দেখাবো কেমন করে ?

মনসা :—কালি, আমি তোর সেবায় মুগ্ধ হয়ে বর দিলাম, আজ থেকে যে নাগ কাউকে দংশন করবে তার আড়াই আঙ্গুল পরিমান লেজ খসে পড়বে। [মনসা সহ কালির প্রস্থান]

(নেতার প্রবেশ ও গীত)

জাগো জাগো রে ও বেহুলা,
কেন এত ঘুমেতে কাতর।
কাল ঘুমে ডুবে থেকে,
হারালি যে প্রাণের লখিন্দর ॥ [প্রস্থান]

(বেহুলা সহসা জাগিয়া)

বেহুলা :—(কালির কাটা লেজ দেখিয়া) একি, কালনাগিণীর লেজ···। তবে কি···।

না—না—আর কাঁদবো না আমি। ঝাড়ন মন্ত্র আমার যা জানা আছে, সেই মন্ত্রে বাঁচিয়ে তুলবো প্রাণনাথে।

(ঝাড়ন) ও বিষ নাম রে....ও বিষ নাম রে,
বিষ হরির দোহাই।
ধীরে ধীরে নাম রে বিষ,
ঝাড়ন মন্ত্র গাই॥

(অলক্ষ্যে—মনসার চাপান মন্ত্র)

ও বিষ চাপরে···ও বিষ চাপরে,
লখিন্দরের মাথায়।
ধীরে ধীরে চাপে বিষ,
অঙ্গ বাহি যায়॥

একি, আজ আমার ঝাড়ন মন্ত্র কাজ করছে না কেন? মনে হ'চ্ছে কেউ যেন অলক্ষ্যে থেকে আমার ঝাড়ন মন্ত্র কেটে দিচ্ছে। এখন কি করি? কোথা যাই?

(যমরাজের প্রবেশ)

যমরাজ :—বৃথা হাহাকার কেন করছো দেবী। এখন ঐ মৃত দেহ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। ওর উপর তোমার আর কোন অধিকার নেই। এখন আমার অধিকার ঐ মৃত দেহে।

বেহুলা :—কে তুমি, আমার স্বামীর মৃত দেহে তোমার অধিকার থাকবে কন?

যমরাজ :—আমি যমরাজ। মানুষের জীবন দীন নিভে গেলে তার স্থান হয় যমপুরীতে। তাই তোমাকে অনুরোধ

জানাই দেবী—, আমার পথ ছেড়ে দাও। করে যেতে দাও আমার কর্ত্তব্য কাজ।

বেহুলা :—তা হয় না যমরাজ। তুমি ফিরে যাও তোমার যমপুরীতে।

(গীত)

ফিরে যাও ফিরে যাও, ওগো যমরাজ
তোমার ঐ যমপুরীতে।
অবলা এ নারীরে বলো না আর,
পতির দেহ ত্যাগিতে॥

যমরাজ :—তা হয় না মা। বিধির যা লিখন তার খণ্ডন হয় না। জীবের মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহের সঙ্গে জীবে কোন সম্বন্ধই থাকে না। জীবকে ত্যাগ করতেই হয় সেই মৃত দেহ। তাই জানাই আমার অনুরোধ, পথ ছাড়, লয়ে যাই ঐ মৃত দেহ।

(অলক্ষে মনসার কণ্ঠস্বর)

ধর্ম্মরাজ :—লখিন্দরের মৃত দেহের উপর তুমি অধিকার পেতে চাও কেন? সর্পদংশনে মানবের মৃত্যু হ'লে তার স্থান হয় নাগকুলে। এই হলো বিধির বিধান। তবে কেন তোমার এই প্রয়াগ। করি অনুরোধ, ফিরে যাও তুমি। লখিন্দরের মৃত দেহ লয়ে যাব আমি নাগকুলে।

যমরাজ :—তাই হোক দেবী। নাগকুলে লয়ে যাও তুমি লখাইয়ের মৃত দেহ। আমি চলিলাম নিজ পথে।

(বেহুলাকে লক্ষ্যকরিয়া) বেহুলা; তোমার সাধনায় আমি

সন্তুষ্ট। আমার আশির্ব্বাদ থাকলো, তোমার সাধনায় এক দিন তুমি অসাধ্য সাধন করবে। সাবিত্রীর মত তুমি তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনে, সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হবে। [প্রস্থান]

বেহুলা :—(মৃত লখিন্দরের প্রতি) কই, আজতো আমার মন্ত্র কাজ করলো না। তবে কি আমার মন্ত্রশক্তি বিনিষ্ট ? (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) কাছেই বিনোদ ওঝার বাড়ি। তাকেই একবার স্বরণ করে দেখি।

স্বরণ করি, তোমায় ওগো বিনোদ বিহারী।
বিপাকে পড়িয়া ডাকি বেহুলা সুন্দরী॥

[মৃত পতি বুকে লইয়া বেহুলার প্রস্থান]

(বিনোদ ওঝার প্রবেশ)

(নেপথ্যে মনসার কণ্ঠস্বর)

মনসা :—বিনোদ……।

বিনোদ :—কে, কে আমার নাম ধরে ডাকে….?

বিনোদ বিনোদ বলি কে ডাকে আমারে।
কোথা চলি গেল, আমি দেখি না যে তারে॥

(ছদ্মবেশে মনসার প্রবেশ)

মনসা :—বিনোদ, কোথায় যাও তুমি ?

বিনোদ :—সাঁতালি-পর্ব্বতে—লোহার বাসরে যাই।

মনসা :—কেন, সেখানে—যাও কেন ?

বিনোদ :—লোহার বাসরে, লখাইকে সাপে কেটেছে, আমি তাকে বাঁচাতে যাচ্ছি।

মনসা ঃ—তোমার মন্ত্রের এতো জোর যে, তুমি মরা মানুষ কে বাঁচাতে পারবে ?

বিনোদ ঃ—নিশ্চয়।

মনসা ঃ—বেশ, আমি তোমার মন্ত্র শক্তি পরীক্ষা করে দেখবো। সামনের ঐ শালগাছটাকে আমি বান মারছি-বাঁচাও তো দেখি।

[মনসার বিষ দৃষ্টিতে একটি শাল গাছ শুকাইয়া গেল]

বিনোদ ঃ—(মৃদু হাসিয়া) এবার দেখ আমার মন্ত্রের জোর। "ওঁ হ্রিং সাট্—গাছ ওঠ চটপট" (বৃক্ষটি বেঁচে উঠলো) ঐ দেখ সুন্দরী, তোমার বান মারা গাছকে আমার মন্ত্রের জোরে আবার বাঁচিয়ে তুলেছি।

মনসা ঃ—(স্বগত) এ তো দেখছি মস্ত বড় ওঝা। (প্রকাশে) হ্যাঁ, তোমার মন্ত্রের জোর আছে। কিন্তু তোমার বগলে ওটা কি ?

বিনোদ ঃ—মন্ত্রের পুঁথি।

মনসা ঃ—দেখি একবার তোমার পুঁথিটা।

বিনোদ ঃ—এই নাও দেখ। (পুঁথি প্রদান)

মনসা ঃ—(বিকট হাস্য করিয়া) এইবার যাও, ভাল করিয়া বাঁচাও লখিন্দরে। [প্রস্থান]

বিনোদ ঃ—কে—কে—তুমি ছলনাময়ী নারী, আমার মন্ত্রের পুঁথি ছলনা করে হরণ করে নিয়ে গেলে ?

(নেপথ্যে মনসার কণ্ঠস্বর)

আমি—মনসা…।

বিনোদ ঃ—মনসা…ছলনা করে আমার মন্ত্রের পুঁথি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ঐ পুঁথি বিনা আমি যে শক্তি হীন। এখন আমি

করি ? বেহুলা যখন ডেকেছে—গিয়ে দেখি কি করতে পারি।

[প্রস্থান]

(মৃত লখাইকে লইয়া বেহুলার প্রবেশ)

পশ্চাতে বিনোদ ওঝা

বেহুলা ঃ—বিনোদ, আমার স্বামীকে সাপে কেটেছে। তাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।

বিনোদ ঃ—আমি চেষ্টা করছি মা।

(ঝাড়ণ মন্ত্র)

ও বিষ নাম রে—ও বিষ নামরে
দোহাই—বিষহরি।
ধীরে ধীরে নাম রে বিষ
ঝাড়ে-ওঝা বিনোদ বিহারী॥

কই বিষ নামছে না তো। আচ্ছা-মা, বলতে পার তোমার স্বামীকে কি সাপে দংশন করেছে ?

বেহুলা ঃ—কাল নাগিনী।

বিনোদ ঃ— (গীত)

আর তো হ'লো না ও মা বেহুলা,
আর তো হ'লো না।
যারে খাইল ও কাল নাগিনী,
তার বিষ তো নামান গেলনা।
যারে খাইল ও কাল সাপে—
তারে কি বাঁচাবে ওঝারও পাপে—।
আর তো··· [বিনোদের প্রস্থান]

বেহুলা ঃ—(গীত)

ওরে ও কালিরে,—এ কি করিলি— ।

আমার সিঁথির সিন্দুর কেন মুছে দিলি ॥ ক্রন্দন

(সনকার প্রবেশ)

সনকা ঃ—কই—কোথায় আমার লখাই, ওঠ-বাবা কথা বল, একবার মা—মা বলে ডাক।

বিহুলা ঃ—মা, কে আর কথা বলবে, আমার যে কপাল ভেঙ্গেছে।

(গীত)

আমার কপাল যে ভেঙ্গেছে,
বিয়েরই রাতে—আমার....
আমি অল্প বয়সে, হ'লাম যে রাঁড়ি,
কি বলে কাঁদিব ...ওগো শাশুড়ি—
আমার কপাল···

সনকা ঃ—মা বিষহরি, শেষে তুই এই করলি। স্বামী···স্বামী··· দেখে যাও স্বামী, মনসার সাথে বিবাদের কি চরম পরিনাম।

[সনকার প্রস্থান]

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ ঃ—কি হয়েছে মা বেহুলা ? তোমরা কাঁদছ কেন ?

বেহুলা ঃ—বাবা আপনার ছেলে—আমাদের—ছেড়ে চলে—গিয়েছে। চেয়ে দেখুন—কাল নাগিনীর—বিষের জ্বালায়—তার সোনার অঙ্গ নীল হ'য়ে গেছে।

চাঁদ ঃ—ও-দেবাদিদেব মহাদেব, তোমায় একি পরীক্ষা-প্রভু। কানি আমার বুকটাকে নির্মম ভাবে ভেংগে চুরমার করে দিচ্ছে, আর তুমি তা দেখছ। আমার এই ভাংগা পাঞ্জরে আর কত আঘাত হানবে প্রভু। নেড়াই—ওরে ও নেড়াই, লখাইয়ের সৎকারের ব্যবস্থা কর বাবা।

(নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই ঃ— (গীত)

আমি, চন্দন কাঠ আনবো গো,
লখাই বালার তরে।
পোড়াইব স-যতনে,
গাঁগিনীর তীরে ॥

বেহুলা ঃ—না-নেড়াই না, আমি আমার স্বামীর মৃত দেহ-দাহ সংস্কার করতে দেবনা। (চাঁদের প্রতি)

(গীত)

শ্বশুর বলি যে তোমারে
প্রাণ থাকিতে প্রাণ নাথে,
দিব না কো ছেড়ে ॥

চাঁদ ঃ—তা কি হয় মা ? মৃত দেহ সংস্কার করতেই হবে।

বেহুলা ঃ—না—বাবা, আমার স্বামীর মর দেহ সংস্কার করতে আমি দেবনা। স্বামীর মর দেহ নিয়ে আমি অকুল সাগরে ভাসব।

ফিরিয়ে আনবো স্বামীর জীবন—, নয়তো নিজের এই জীবন বিসর্জ্জন দেব। আপনি আমায় কলার মান্দাস করে দিন বাবা।

(গীত)

আমি পতির মরণে বরং মরবো।
কলার মান্দসে জলে ভাসবো ॥

চাঁদ ঃ—সেকি মা তুমি আমার কুল বধু, তুমি কোথায় যাবে ?

(গীত)

বেহুলা ঃ—আমি অকুল পাথারে জলে ভাসবো
পতির জীবন নিয়ে ফিরবো ॥

চাঁদ ঃ—বেশ, তুমি যদি যাবেই, তবে সভার মাঝে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

(গীত)

বেহুলা ঃ—দিব—গো···
আমি সভার মাঝারে পরীক্ষা দিব গো।
বল-বল, পিতা কি পরীক্ষা নেবে গো ॥

চাঁদ ঃ—তোমাকে ধারালো খুর আর নরুণের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

বেহুলা ঃ— (গীত) যাবো গো···
ধারালো খুরের উপর, হেঁটে যে যাব।
ওমা বিষ হরি—ও-মা শঙ্করী
তোমাদেরই করুণায়, আমি হেঁটে যে যাব।
ধারালো খুরের উপর ; আমি হেঁটে যে যাবো গো।

চাঁদ ঃ—ষা-নেড়াই, ধারালো খুর আর নরুণ নিয়ে আয়—,

আমার বেহুলা মা তার উপর দিয়ে—হেঁটে যাবে।

[নেড়াইয়ের প্রস্থান ও খুর-নরুণ সহ প্রবেশ]

বেহুলা :—(স্তবগান করতে করতে বেহুলার ধারালো খুর আর নরুণের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া)

দয়া কর গো মা, দেখা দাও বিষহরি।
সভার মাঝারে যেন দাঁড়াতে যে পারি।

চাঁদ :—না, না, আমার এ বিশ্বাস হয় না, তুমি তোমার বাপের বাড়ি থেকে যে মন্ত্র শিখেছ, এ নিশ্চয় তারই প্রভাব। আবার পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে। যা নেড়াই, এবার সহস্র ছিদ্র চালুনী নিয়ে আয়। ঐ চালুনী করে জল আনতে হবে বেহুলাকে।

[নেড়াইয়ের প্রস্থান এবং চালুনি সহ প্রস্থান]

বেহুলা :—(স্তব)

দয়া কর গো মা, দেখা দাও বিষহরি।
সহস্র ছিদ্রতে যেন জল আনিতে পারি॥

(সহস্র ছিদ্র চালুনীতে বেহুলার জল আনায়ন)

চাঁদ :—না—না—না—এও আমার বিশ্বাস হ'লো না। এ সব ওর বাপের বাড়ীর শেখা মন্ত্রের প্রভাব। আরও পরীক্ষা চাই। এবার জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করতে হবে তোমাকে। নেড়াই—যাও, নির্ম্মাণ কর জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ড।

(নেড়াইয়ের জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ড নির্ম্মাণ)

গীত

বেহুলা :— এবার আমি ঝাঁপ দিব গো
জ্বলন্ত অনলে।
সাক্ষী থেকো সভাসদ গণ
তোমরা সকলে ॥

(বেহুলার জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ ও বাহিরে আসা)

চাঁদ :—মা বেহুলা, আমি তোমার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়েছি। বলো তুমি কি চাও ?

বেহুলা :—পিতা, আমায় কলার মান্দাস তৈরী করিয়ে দিন। আমি আমার স্বামীর মরা দেহ নিয়ে ঐ কলার মান্দাসে ভেসে যাব।

চাঁদ :—যা নেড়াই, কলার মান্দাস করে মায়ের আমার ভাসান যাত্রার আর অয়োজন কর। [প্রস্থান]

নেড়াই :— (গীত)

বিধি, একি-করলি সর্ব্বনাস।
কেমনে গড়িব আমি কলার মান্দাস ॥

নেড়াই :—এসো মা, তোমার জন্য আমি সযত্নে তৈরী করে দেব কলার মান্দাস। [প্রস্থান]

গীত

বেহুলা :—

বিদায় দাও গো মা, ফিরে যেন আসি।
অবলা সরলা বালা, যাব জলে ভাসি ॥

[প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ভেলার উপরে লখিন্দরের মরদেহ কোলে বেহুলা কলার ন্দাসে ভেসে যাচ্ছে)

বেহুলা :—(গীত) বল গো মা, এখন করি উপায়।

একাকিনী মা গো আমি জলে ভেসে যাই॥

(একটা কাক কা···কা···কা করতে করতে ভেলার উপর ঁড়ে উড়ে যায়)

বেহুলা :—কাক, আমি বুঝেছি তোর কথা। তুই আমার ংবাদ নিতে এসেছিস। এই আমার আংটি নিয়ে যা, আমার াকে আমার ভাসনের সংবাদ দিবি।

[কাকের প্রস্থান পশ্চাতে বেহুলার প্রস্থান]

(পট পরিবর্ত্তন)

(অমলা ও কাকের প্রবেশ)

অমলা :—(গীত)

ওরে ও কাগারে, ডাকিস কেন তমালেরই ডালে।

সত্য করে বলরে কাগা, বেহুলা কি বলে॥

কাক :—মা, বেহুলা একাকিনী জলে ভেসে যাচ্ছে তার মৃত ামীকে কোলে নিয়ে। এই তার চিহ্ন। (অঙ্গুরী দান)

(গীত)

ওমা যায় গো যায়, জলে ভেসে যায়।

বেহুলা সুন্দরী তোমার জলে ভেসে যায়॥

কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গিনীর জলে।
একাকিনী বেহুলা যায় মৃত পতি কোলে॥

অমলা ঃ—(ব্যাকুল হইয়া) পুত্রগণ ত্বরা করি এস।

পুত্রগণ ঃ—মা—মা, আমাদের ডাকছ?

অমলা ঃ—হ্যা—বাবা—, তোমাদের ডেকেছি। তোমা সত্বর যাও, বেহুলাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। সে একাকিনী মৃ স্বামী কোলে নিয়ে ভেসে যাচ্ছে কলার মান্দাসে।

পুত্রগণ ঃ—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমরা এখনই বেহুলাে ফিরিয়ে আনছি।

[প্রস্থান পশ্চাতে অমলার প্রস্থান

(মৃত স্বামী কোলে বেহুলার প্রবেশ পরে সায় বেনের পুত্রগণের প্রবেশ)

সায় পুত্রগণ ঃ—বোন ফিরে চলরে স্নেহের দুলালী।
জনক জননী কাঁদে এই কথা বলি॥

বেহুলা ঃ—তোরা ফিরে যারে ভাই, আমি না ফিরিব।
মৃত স্বামীর দেহ আমি কারে দিয়ে যাব॥

সায় পুত্রগণ ঃ—মান কেন কর, ও বোন-সায়ের ঝিয়ারী।
সোনার মহল বানিয়ে দেব দক্ষিণ দুয়ারী॥

বেহুলা ঃ—আমায় বোলনা—বোলনা ভাই ফিরিতে।
কলঙ্কিনী নাম আমার ঘোসিবে যে ধরাতে॥

তোরা ফিরে যা ভাই, মাকে বলবে, বেহুলা তার মৃত স্বামী বাঁচিয়ে আবার একদিন ফিরে আনবে।

[সায় পুত্রগণের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জা—জাউলীর ঘাট)

(জা-জাউলীর প্রবেশ ও গীত)

জা :—কোথা যাস লো তোরা, কলসী কাঁখে কাঁখে।
চেয়ে দেখ ঐ কে যায়, ভাসিতে ভাসিতে ॥
ও গো মেয়ে, তুমি কে ? কোথায় ভেসে যাচ্ছ মৃত দেহ সাথে।
বেহুলা :—ভাসি যাই গো আমি, বেহুলা সুন্দরী।
মৃত পতির জীবন লাগি, আমি যাত্রা করি ॥

জা :—আমরাও যে তোমারই মত স্বামী হারা গো।
বলি শোন গো কহি যে তোরে, আমরাও নারী অবলা।
শাঁখা সিন্দুর দিয়া যেও—ওগো বেহুলা ॥

[জা-জাউলীর প্রস্থান]

(গোদার ঘাট—গোদার দল মাছ ধরেছে)

বেহুলা :—ভেলা চলরে—স্বরগেরি দ্বারে।
যেথায় গেলে স্বামীর জীবন পাব আমি ফিরে ॥
(সহসা গোদাদের মাছ ধরিতে দেখিয়া)
ও-গোদা মাছ ধর রে—গাঁগিনীর জলে।
হেলিতে ছুলিতে তারা আসে দলে দলে ॥

গোদা :—(বেহুলাকে দেখিয়া)—ও—গো—ও সুন্দরী কলার মান্দাসে কোথায় ভেসে যাচ্ছ ? আহা…! তোমার কি রূপ। আমার কাছে এস সুন্দরী।

বেহুলা :—গোদা মাছ ধরে রে—শোল আর গড়ই।
হাপুস আপুসে গদা, ভাঙ্গিল পোলই ॥

গোদা ঃ—ওগো সুন্দরী, ঐ পচা মড়ার সঙ্গে কোথায় ভেসে যাও। ওটাকে ফেলে আমার ঘরে এসো। আহা কি রূপ তোমার। পচা মড়ার সঙ্গে কি তোমাকে মানায় ?

বলি ওগো সুন্দরী, কেথা করিছ গমন।
মড়া সংগে ভাসিতেছ, কিবা প্রয়োজন ॥

বেহুলা ঃ—গোদার ঠ্যাংটি মোটা, কোমর লেদা,
মাথায় পাকা কেশ।
গোদা আপন নারী দেখতে নারে,
পরের নারী বেশ ॥

গোদা ঃ—বলি ওগো ও সুন্দরী, ও—শব—দেহ ফেলি,
এসো মম হৃদয় মাঝে।
যতনে রাখিব,—বাসর সাজাব,
আপনি সাজিব নবীন সাজে ॥

বেহুলা :—গোদা কি বলোরে, তোমার মুখে ছাই।
মৃত পতি সাথে আমি জলে ভাসি যাই।

গোদা ঃ—ওরে—ও—ছোট গোদা, তাড়াতাড়ি—গাংগে নৌকা ভাষা—। সুন্দরীকে ধরে আনতে হবে।

[গোদাদের প্রস্থান

গীত কণ্ঠে বালকের প্রকাশ

ও কাণ্ড দেখি গোদাগুলোর বেহুলা হাসিল।
হাসিতে হাসিতে কন্যা ভেলা ভাসাইল ॥
ভেলা চলি যায় দেখি বড় গোদা বলে।
ধরি আন ঐ কন্যা, তোমরা সকলে ॥

নৌকা আমি সাত গোদায় জলেতে ভাসায়।
বেহুলাকে ধরিবারে শীঘ্রগতি ধায়॥
বেহুলার ভেলা তারা ধরিতে না পারে।
হাবু ডুবু খায় তারা নদীর মাঝারে॥
তাহাদেরই রঙ্গ দেখি বেহুলা কয় হাসি।
ঐ তো থাক্ তোরা—যাবৎ না আসি॥

[প্রস্থান]

ধনা মনার ঘাট

ধনা ঃ—ওরে ও মনা, দেখ্-চেয়ে দেখ্ কলার মান্দাসে কি সুন্দর একটা মেয়ে ভেসে যাচ্ছে।

মনা ঃ—তাই তো রে দাদা, মাইরি বলছি-খু-উ-ব সুন্দর মেয়ে। আমি ওকে বিয়ে করবো।

ধনা ঃ—কি বললি রে মনা, বিয়ে করবি? দূর শালা, ও তোকে পছন্দই করবে না। আমি বিয়ে করবো ওকে।

মনা ঃ—দেখ্-দাদা,-ভাল হবে না বলছি।

তোর সাত সাতটা বৌ ঘরে আছে, আবার বলছিস বিয়ে করবি। লজ্জা করছে না-তোর। আমার একটা মাত্র বৌ, তাও আবার কালো আর কুরূপ। ঐ মেয়েটাকে আমি বিয়ে করবো। আহা-রে কি সুন্দর গায়ের রং, একেবারে কাঁচা সোনা।

ধনা ঃ—ভাল হবে না বলছি মনা। আবার যদি বিয়ে বিয়ে করবি, এক চাঁটা মেরে তোর মাথাটা উড়িয়ে দেব। হারাম জাদা আর একটা বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবি কি? আমি বিয়ে করবো ওকে।

মনা :—দেখ-দাদা, গায়ের জোর দেখাবি না—বলছি। আমারও গায়ের জোর আছে। মেরে তোর হাড় গুলো গুড়ো করে দেব বলছি।

ধনা :—তবে রে শালা, আমার সংগে রংবাজি। আয় তবে আমরা মল্লযুদ্ধ করি। যে জিতবে সেই বিয়ে করবে ঐ সুন্দরীকে।

মনা :—বেশ, তাই আয়।

(ধনা আর মনায় মল্লযুদ্ধ আরাম্ভ)

বেহুলা :—মারামারি করে রে ধনা আর মনায়।
এখন আমি বলো মাগো করি কি উপায়॥

মনা :—(ধনাকে এক আছাড় দিয়া) এসো সুন্দরী আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমার হৃদয়ের রাণী হয়ে থাকবে। ধনা মরেছে।

ধনা :—(গা ঝাড়াদিয়া উঠিয়া) কি বললি রে মনা-আমি মরেছি? খোবরদার আর এগুবিনা। আমি এখনও বেঁচে আছি। এবার দেখবো তোর বাহাদুরী।

(আবার দুজনায়-যুদ্ধ)

—কিছুক্ষণ পর মনাকে এক আছাড় দিয়া—

ধনা :—এ সো সুন্দরী, আমার ঘর আলো করবে এসো। আমার সাত সাতটা বৌয়ের উপর তুমি রাজত্ব করবে। আমার মাথার মনি হয়ে থাকবে, আর আমি তোমার—রূপসুধা পান করবো। এখন আর কোন ভয় নেই, মনা মরেছে।

মনা :—(উঠিয়া বসিয়া) কি বললিরে-দাদা, আমি মরেছি? আর

তবে দেখি এক হাত—কে মরে আর—কে বাঁচে।

(আবার মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ)

বেহুলা ঃ—থাক তোরা ধনা মনা যুদ্ধ করি পন-রে।

দিবা অবসান তক দোঁহে কর রণ রে॥

আমি তোদের এই দিনু মহা অভিশাপ।

করিতে করিতে যুদ্ধ কর মনস্তাপ॥

[যুদ্ধ করিতে করিতে ধনা মনার প্রস্থান]

[পশ্চাতে বেহুলাব প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

—ঃ নেতার ঘাট ঃ—

(ঘাটে নেতা ধোপানি কাপড় কাচিতেছিল, নেতার শিশুপুত্র নদীতীরে খেলার ছলে কাচা কাপড় গুলি নষ্ট করিতেছিল)

নেতা ঃ—(স্বগত) না, ছেলেটা বড় জ্বালাতন করছে। ওকে মেরে না ফেললে কাজ এগুবে না।

(শিশু পুত্রকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিল ও পুনঃ কাপড় কাচিতে লাগিল)

(বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা ঃ—তাইতো, ছেলেটাকে যে মেরেই ফেললো। কে এই ধোপানী। লুকিয়ে থেকে দেখাই যাক কি হয়।

(নেপথ্যে গীত)

নেতা, কাপড় কাচে রে, টেনে বাঁধে বোঝা।

নিজ পুত্রে মেরে পুনঃ নিজে সাজে-ওঝা ॥

(কাপড় কাচা হলে মন্ত্র দ্বারা পুত্রের জীবন দান)

নেতা :—বাছা আমার ওঠরে, চাপড়ে নাই বিষ।

মন্ত্র পড়ে নেতা ধোবিন, স্বর্গে ওঠে শীষ ॥

(হঠাৎ বেহুলাকে দেখিয়া)

কে মা তুমি একাকিনী এখানে ?

বেহুলা :—আমি বেহুলা। বিয়ের রাতে বাসরে—আমি স্বামী হারিয়েছি। তুমি তো ওঝা। দাও-না মা আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে।

নেতা :—না মা, আমি ওঝা-নই। তন্ত্র-মন্ত্রও জানিনা—আমি সামান্যা ধোপানী—,। আমার নাম নেতা। স্বর্গের দেবতাদে কাপড় কাচা-আমার কাজ।

বেহুলা :—মা, তা হ'লে আমাকেও দু-চার খানা—কাপড় দাও কেচে-দি।

নেতা :—না বাছা, তা পারি না। এ কাপড়—দেবতাদের খারাপ হয়ে গেলে আর রক্ষা থাকবেনা।

বেহুলা :—আমি খারাপ করবো না। তুমি আমায় দাও না।

নেতা :—আচ্ছা এই নাও। খারাপ করোনা কিন্তু। তাহ'লে আমার একুল ও কুল দু-কুলই যাবে।

(বেহুলাকে কাপড় প্রাদান)

বেহুলা :—(কাপড় কাচিতে কাচিতে)

দয়া কর গো মা, ও গো দয়া ময়ী।

কাপড় কাচি দেব গণের, মোরে কর জয়ী ॥

(কাচা কাপড় লইয়া নেতা যাইতে উদ্যত হইল)

বেহুলা :—তিলেক দাঁড়াও গো মা, সঙ্গে আমি যাব।
দেব সভাটি কেমন, তাহা দেখিয়া আসিব ॥
[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

দেব সভা—

—ঃ ইন্দ্র ও নেতার প্রবেশ ঃ—

ইন্দ্র :—নেতা, আজ এই কাপড় কে কেচেছে ?

নেতা :—আমার এক বোনঝি।

ইন্দ্র :—যাও নেতা, তোমার বোনঝিকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। (নেতার প্রস্থান এবং বেহুলা সহ পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দ্র :—(বেহুলার প্রতি) তোমার নাম কি মা ?

বেহুলা :—আমার নাম বেহুলা।

ইন্দ্র :—এখানে কেন এসেছ ?

বেহুলা :—রাজন, বিয়ে রাতে বাসরে সর্পদংশনে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত স্বামীর জীবন ফিরে পাবার আশায় আমি এখানে এসেছি।

ইন্দ্র :—কিন্তু মা, পদ্মার কোলে তোমার স্বামী আজ মৃত। একমাত্র দেবাদিদেব মহেশ্বরের আদেশেই পদ্মা তোমার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে রাজি হবে। তুমি যদি নাচ গান জান, তবে নাচে গানে ভোলানাথকে তুষ্ট কর। তবেই তোমার মনোকামনা পূর্ণ হবে। [ইন্দ্রের প্রস্থান]

নেতা :—চলো বেহুলা, আমি তোমাকে দেবাদিদেব— মহেশ্বরের

কাছে নিয়ে যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন

(যোগাসনে ভোলানাথ আসীম)

ঃ— নেতা ও বেহুলার প্রবেশ ঃ—

বেহুলার নৃত্য

নেতা ঃ—(গীত)

ওঁম নমঃ শিবায় নমঃ-ওঁ নম শিবায় নমঃ-ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ

নাচো নাচো রে, সায়ের নন্দিনী।

দেবের সভাতে—নাচ দেখে শূলপানি ॥

নাচ দেখে মুগ্ধ যদি হন ত্রিপুরারী।

স্বামীর জীবন ফিরে পাবে বিহুলা সুন্দরী ॥

শিব ঃ—(বেহুলার প্রতি) মা বেহুলা, তোমার নাচে মুগ্ধ— আমি। কি বর চাও বলো ?

বেহুলা ঃ—প্রভূ, আমি আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাই। মা মনসার আদেশে কাল-নাগিণীর দংশনে আমার স্বামী প্রাণ হারিয়েছে। বিয়ের রাতে বাসরেই আমার সিঁথির সিন্দুর মুছে গেছে প্রভু।

শিব ঃ—তোমার কাছে এর কি কোন প্রমাণ আছে ?

বেহুলা ঃ—আছে প্রভু। কালনাগিণীর লেজের কাটা অংশ আর আমার স্বামীর অস্থি পাঞ্জর আছে আমার কাছে।

শিব ঃ—যাও মা নেতা, মনসাকে ডেকে নিয়ে এসো। বলবে আমি ডেকেছি—। [নেতার প্রস্থান]

(মনসার প্রবেশ)

মনসা ঃ—পিতা—। আমায় স্বরণ করেছেন ?

শিব ঃ—হ্যাঁ মা-, তোমায়—ডেকেছি। আমার—অনুরোধ, তুমি বেহুলার স্বামীকে বাঁচিও দাও।

মনসা ঃ—কিন্তু পিতা, আমার পূজা প্রচারের উপায় কি হবে? চাঁদের পূজা না পেলে, ধরা ধামে আমার পূজার প্রচার যে হবে না। বেহুলা যদি কথা দেয়, সে তার শ্বশুরকে দিয়ে আমার পূজা করাতে পারবে, তা হ'লেই আমি তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দেব।

শিব ঃ—মা-পদ্মা, কোন কাজের সামাধান হিংসায় হয় না। তা-ছাড়া বিধির বিধান খণ্ডণ করবে কে? তবে তোমার বাসনা পুর্ণ হ'তে আর দেরি নেই। তোমাদের দ্বন্দের অবসান সমাগত প্রায়! চাঁদ—তোমার পূজা করবে, তবে বেহুলাকে দিয়েই তোমাদের দ্বন্দের সমাধান করাতে হবে। (বেহুলার প্রতি) মা—বেহুলা, পারবেনা মা তোমার শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজা করাতে?

বেহুলা ঃ—আমি চেষ্টা করবো প্রভু।

শিব ঃ—দাও মা পদ্মা, ওর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দাও?

[প্রস্থান]

(মনসার মন্ত্র দ্বারা লখাইয়ের জীবন দান কিন্তু লখাই দাঁড়াতে পারে না)

বেহুলা ঃ—মা, আমার স্বামী যে দাঁড়াতে পারছেনা এর উপায়—কি হবে?

(গীত)

এখন করি কি উপায় বলগো আমারে।
মালাই চাকি বিহনে নাথ দাঁড়াতে না পারে॥

মনসা ঃ—দুঃখ করো না বেহুলা, ঝালু-মালুর ঘাটে যাও।

সেখানে গেলেই রাঘব বোয়ালের কাছে পাবে তোমার স্বামীর মালাই চাকি।

[মনসার প্রস্থান পশ্চাতে বেহুলার প্রস্থান]

(ঝালু-মালুর ঘাট)

(গীত কণ্ঠে ঝালু মালুর প্রবেশ)

ঝালু-মালু আমরা দুটি ভাই।
মনের সুখে আজ চলো মাছ ধরতে যাই॥

(দুজনেই নদীতে জাল ফেলিল)

ঝালু ঃ—তোর জালে কি মাছ উঠলোরে মালু ?

মালু ঃ—ইচলা পুঁটি। তোর জালে কি উঠলোরে ?

ঝালু ঃ—রাঘব বোয়াল।

মালু ঃ—তা হ'লে চল যাওয়া যাক।

(গীত)

মোরা মাছ ধরেছি, ইঁচলা আর পুঁটি।
যেতে হবে ত্বরা করি, রাজার কুঠি॥

[প্রস্থান]

(বেহুলা লখিন্দর সহ মনসার প্রবেশ)

বেহুলা ঃ—এই না মা-আমার স্বামীর হাঁটুর মালাই চাকি। (মনসাকে মালাই চাকি প্রদান)

মনসা ঃ—(লখাইয়ের জীবন দান করিয়া) যাও মা বেহুলা, এবার তোমরা ঘরে ফিরে যাও। প্রথমে যাবে কালিদহের ঘাটে। সেখানে গেলেই তোমার শ্বশুরের সপ্তডিঙ্গা মধুকরী, তোমার ছয় ভাসুর,—সব ফিরে পাবে। ওখান থেকে ডোমনির বেশধরে যাবে

তোমার শ্বশুরের কাছে। আমার পূজার জন্য তোমার শ্বশুরকে দিয়ে সত্য বন্ধন করিয়ে নেবে। যদি তোমার শ্বশুর আমার পূজা করতে রাজি হয়, তবে সকলে বাড়ি ফিরে যাবে। আর যদি রাজি না হয়, সকলে ফিরে আসবে ইন্দ্রপুরীতে।

[প্রস্থান]

(বেহুলা লখিন্দরের গীত)

মোরা সেজেছি গো, যুগল যোগিবর।
হাসি খুশী মনে মোরা ফিরি নিজ ঘর॥

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

চম্পক নগর

(চাঁদ ও সনকার প্রবেশ)

চাঁদ :—সনকা, আজ কত দিন হ'লো, বেহুলা মা আমার ভাসন যাত্রা করে গেছে। কই এখনও তো ফিরে এল-না।

সনকা :—তা হ'লো কি বাছা আনার আর ফিরে—আসবে না?

(নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই :—মহারাজ-মহারাজ, ওরা ফিরে আসছে। আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি।

(ডোমনির বেশে বেহুলার প্রবেশ)

বেহুলা :—তোমরা বিউনি নেবে গো, লক্ষ্মীর বিউনি।
লাখ টাকা দামের বিউনি, সোনাতে ছাউনি॥

সনকা :—কই গো ডোমনির মেয়ে, দেখি তোমার বিউনি।

বেহুলা ঃ—এই নাও মা দেখ।

চাঁদ ঃ—(বিউনিতে কিছু লেখা দেখিয়া) দেখি—দেখি—তোমার বিউনিতে কি লেখা আছে। (বিউনির লেখা পাঠ) এই বিউনি যে কিনবে, সপ্তডিঙ্গা মধুকরী, সাতপুত্র আর কুল বধু ফিরে পাবে। (পাঠ শেষ করিয়া) না..না…না….। চাইনা আমার সপ্তডিঙ্গা মধুকরী—চাই না৷ আমার কুল বধু আর সাত পুত্র। কে..কে-তুমি ? তুমি কি বেহুলা ?

বেহুলা ঃ—হ্যাঁ বাবা, আমি বেহুলা সত্যই আমি সব ফিরিয়ে এনেছি। আপনি বাসরে গেলেই তার প্রমাণ পাবেন।

চাঁদ ঃ—যা-নেড়াই, বাসরে গিয়ে দেখে আয় সব।

[নেড়াইয়ের প্রস্থান ও পুণঃ প্রবেশ]

নেড়াই ঃ—শুভ সংবাদ মহারাজ। সিদ্ধধানে অঙ্কুর এসেছে, বাসরে আকা তিতির, ময়ুর সব জীবন্ত হয়ে উড়ে গেছে। পদ্মপুষ্প ফুটে উঠেছে। সোনার প্রদীপ বিশ তেলে জ্বলছে।

চাঁদ ঃ—(খুশী হয়ে) মা বেহুলা, আমার লখাই ফিরে এসেছে ?

বেহুলা ঃ—বাবা, আমার ছয় ভাস্থর, সপ্তডিঙ্গা মধুকরি, স্বামী, সব আমি ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু বাবা, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

চাঁদ ঃ—কি অনুরোধ আছে মা বেহুলা ?

বেহুলা ঃ—আপনাকে মা-মনসার পূজা করতে হবে।

চাঁদ ঃ—না—মা—না, তা হয় না। আমাকে ঐ কানির পূজা করতে বলো না।

যে হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে না পূজিব, চ্যাং মুড়ি কানি॥

(শিবের প্রবেশ)

(চাঁদের ভক্তি ভরে প্রণাম)

শিব :—চাঁদ, তুই মনসার পূজা দে। আমার অভিশাপ আছে, তার হাতে পূজা না পেলে ধরা ধামে ওর পূজা হবে না।

চাঁদ :—কিন্তু প্রভু, যেহাতে আমি তোমার পূজা করি, সেই হাতে অন্যের পূজা—করি কেমন করি। তবে মনসা যদি আমার বাম হাতের পূজা নিতে রাজি হয়, তবে তারপূজা—আমি করতে পারি।

(মনসার প্রবেশ)

মনসা :—তুই তাই কর চাঁদ, তুই তাই কর তোর বাঁ হাতের পূজাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো।

চাঁদ :—যা নেড়াই মনসা পূজার আয়োজনকরগিয়ে।

(মনসা পূজার আয়োজন করিতে করিতে নেড়াইনের গীত পরে—শিব পূজার আয়োজন)

গীত

নেড়াই :—মাকে আনতে যাব গো,
শিলাই নদীর কুল।
হাতে দিব লাল জবা,
চরণে দিব ফুল ॥

(গীত শেষে-চাঁদের শিব পূজ

চাঁদ :—মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগী মহেশ্ব
সর্ব্ব পাপ হরং দেব মকরায় নমো ॥

(পুষ্প দান ও প্রণাম)

(তৎপশ্চাত বাম্ করে মনসা পূ

ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎ কারু মুনেঃ পত্নি মনসা দেবী নমোহস্তুতে ॥
(পুষ্পদান ও প্রণাম)

নেড়াই ঃ—রাজা পূজা করে যে প্রফুল্ল অন্তরে।
নানাবিধ পুষ্প-চন্দন-দেয় বাম করে ॥

(দুই জন বালকের প্রবেশ ও কোরাস গান)

ও-পূজা শেষে চাঁদ রাজা পূর্ণাহুতি দিলা।
আলা ভক্তিতে দেবী প্রসন্না হইলা ॥
ও-খোষিল মোহিমা দেবীর, এই ধরা ধামে।
আস্ত করিল স্তব, চাঁদ পড়ি ভূমে ॥,
নমো নমো নমো মাগো, নমো বিষহরি।
তোরও চরণে মাগো প্রণাম যে করি ॥
অতঃ হেথা করি মোরা, শেষ পালা গান।
নিবে করি সবে, নিজালয়ে—যান ॥

—ঃ যবনিকা ঃ—